

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি
পঞ্চম শ্রেণি



বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ وَالْتَّجْوِيدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

ইবতেদায়ি
পঞ্চম শ্রেণি

রচনা ও সংকলন

মাওলানা মোহাম্মদ ইসরাইল হুসাইন

ড. মাওলানা হুসাইন মাহমুদ ফারুক

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ

সম্পাদনা

আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্থ সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৭

ডিজাইন

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নেতৃত্বকৃত জনশক্তি। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা ও বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা রেখে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশিত পছাড় জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী করে সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদরাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা-ধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ-ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমন্ত্র জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রগতি হয়েছে মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বআভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর পঠন শিক্ষা, বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে “কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ” পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রগতি বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর এ. কে. এম. ছায়েফ উল্যা

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায়/পাঠ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১	১ম অধ্যায়	নাজেরা পঠন	৫
২	১য় পাঠ	কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের শুরুত্ব ও ফজিলত	৫
৩	২য় পাঠ	কুরআন মাজিদের ১ম ও ২য় পারা	৬
৪	৩য় পাঠ	কুরআন মাজিদ পরিচিতি	৫৫
৫	২য় অধ্যায়	হিফজ ও লেখা	৬০
৬	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদ হিফজ করা ও লেখার শুরুত্ব এবং ফজিলত	৬০
৭	২য় পাঠ	সুরাতুদ দুহা	৬২
৮	৩য় পাঠ	সুরাতুল ইনশিরাহ	৬৩
৯	৪র্থ পাঠ	সুরাতুত তিন	৬৩
১০	৫ম পাঠ	সুরাতুল আলাক	৬৪
১১	৬ষ্ঠ পাঠ	সুরাতুল কাদর	৬৫
১২	৭ম পাঠ	সুরাতুল বাযিনাত	৬৬
১৩	৩য় অধ্যায়	অর্থ শেখা	৭১
১৪	১ম পাঠ	কুরআন মাজিদের অর্থ শেখার শুরুত্ব	৭১
১৫	২য় পাঠ	সুরাতুল ফাতিহা	৭২
১৬	৩য় পাঠ	সুরাতুল ইখলাছ	৭৪
১৭	৪র্থ পাঠ	সুরাতুল ফালাক	৭৫
১৮	৫ম পাঠ	সুরাতুন নাস	৭৭
১৯	৪র্থ অধ্যায়	তাজভিদ	৮০
২০	১ম পাঠ	ইলমে তাজভিদের শুরুত্ব ও ফজিলত	৮০
২১	২য় পাঠ	মাখরাজ	৮১
২২	৩য় পাঠ	মাদ্দ	৮২
২৩	৪র্থ পাঠ	নুন সাকিন ও তানভিন	৮৪
২৪	৫ম পাঠ	মিম সাকিন	৮৬
২৫	৬ষ্ঠ পাঠ	ওয়াজিব শুরাহ	৮৭
২৬	৭ম পাঠ	রা (ر) অক্ষরের পোর ও বারিক	৮৭
২৭	৮ম পাঠ	ম্মা শব্দের লাম (ل) অক্ষরের পোর ও বারিক	৮৮
২৮	৯ম পাঠ	ওয়াকফ	৮৯
২৯	১০ম পাঠ	কলকলা	৮৯
৩০		নমুনা প্রশ্ন	৯৫
৩১		শিক্ষক নির্দেশিকা	৯৬

১ম অধ্যায়

নাজেরা পঠন

শিক্ষক নির্দেশিকা :

শিক্ষক মহোদয় এ অধ্যায় পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা যাতে সহিতভাবে বানান না করে দেখে দেখে কুরআন মাজিদ পড়তে পারে, সেদিকে নজর রাখবেন। প্রতিদিন অল্প অল্প করে দেখে পড়াবেন এবং তাদেরকে পড়তে বলবেন। কুরআন মাজিদ পরিচিতির প্রশ্নাওত্তরগুলো গুরুত্বের সাথে মুখ্য করাবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত

কুরআন মাজিদ শেষনবি হ্যরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ হয়। মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ করেন। কুরআনের আলোকে জীবন চালাতে হলে এর মর্মার্থ বুঝতে হবে আর মর্মার্থ বুঝতে হলে তা নিয়মিত তেলাওয়াত করতে হবে। কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত অসামান্য।

কুরআন মাজিদের একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূল (ﷺ) কে যে চারটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তন্মধ্যে প্রথমটি হলো কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, يَتَّلُو عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ، তিনি তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন - فَاقْرِئُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ - কুরআন হতে যা সহজতর তা তোমরা তেলাওয়াত কর।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে মহানবি (ﷺ) বলেন-

أَفْضُلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (ক্ষণ মুজম সচাবতে জাবৰ রং)

সর্বোত্তম ইবাদত হলো কুরআন তেলাওয়াত করা।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে-

إِقْرُؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ক্ষণ মসন্দ আহম দু আবি আমামা রং)
তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কেননা তা পরকালে তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশকারী হবে। অপর এক হাদিসে আছে-

أَعْبَدُ النَّاسَ أَكْثَرُهُمْ تِلَاؤً لِلْقُرْآنِ . (ক্ষণ কন্ত উমাল আবি হেরিরা রং)

মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় আবেদ ঐ ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি কুরআন তেলাওয়াত করে।

তাই আমাদের উচিত নিয়মিত কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা ও তার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা।

୨ୟ ପାଠ

কুরআন মাজিদের ১ম ও ২য় পারা (নাজেরা পঠন) (০১-২৫২ আয়াত পর্যন্ত)

সুরাতুল বাকারা (০২), মদিনায় অবতীর্ণ

ରୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା: ୪୦ , ଆୟାତ ସଂଖ୍ୟା: ୨୮୬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَّ] {١} ذِلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ [ج/] فِيهِ [ج/] هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
[لَا] {٢} الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [لَا] {٣} وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزَلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ [ج] وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ [ط] {٤} أُولَئِكَ
عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ [ق] وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {٥} إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ عَانِدُرَتْهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا

يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ [ط] وَعَلَى
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاةً [ذ] وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [ع] ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ
 مَنْ يَقُولُ أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [م] ﴿٨﴾
 يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا [ج] وَمَا يَخْدِعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا
 يَشْعُرُونَ [ط] ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ [لا] فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا [ج]
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٢/٥] بِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
 لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ [لا] قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾
 إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آنُئُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ [ط]
 إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا
 الَّذِينَ آمِنُوا قَالُوا آمَنَّا [ج] وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطَانِهِمْ [لا] قَالُوا إِنَّا
 مَعَكُمْ [لا] إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

وَيَمْلُدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا
 الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ [ص] فَمَا رَبَحُتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
 مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا [ج] فَلَيَأَمَّا
 أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمٍ لَا
 يُبَصِّرُونَ ﴿١٧﴾ صُمٌّ مُبْكِمٌ عُمُّ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ [لا] ﴿١٨﴾
 أَوْ كَصِيبٍ مِّنَ السَّيَّاءِ فِيهِ ظُلْمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ [ج] يَجْعَلُونَ
 أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ [ط] وَاللَّهُ مُحِيطٌ
 مِّنْ كُلِّ كُفَّارٍ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ [ط] كُلَّمَا آتَاهُمْ
 لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ [ق/] وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا [ط] وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ [ط] إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ع]
 ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [لا] ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً [ص] وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الشَّمَاءِ رِزْقًا لَكُمْ [ج] فَلَا تَجْعَلُوا إِلَهًا أَنَّدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ
مِنْ مِثْلِهِ [ص] وَادْعُوا شَهِدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَدِيقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ [ج] أُعِدَّتُ لِلْكُفَّارِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ [ط] كُلَّمَا رِزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا [لا] قَالُوا هَذَا الَّذِي
رِزْقُنَا مِنْ قَبْلٍ [لا] وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًًا [ط] وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ
مُظَاهِرَةً [ق/] وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ
يَضْرِبَ مَثَلًا مَا يَعْوِضَةً فَبِمَا فَوَقَهَا [ط] فَآمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ [ج] وَآمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ

مَاذَا آرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا [م] يُضْلِلُ بِهِ كَثِيرًا [لَا] وَيَهْدِي بِهِ
كَثِيرًا [ط] وَمَا يُضْلِلُ بِهِ إِلَّا الْفُسِيقِينَ [لَا] ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَاقِهِ [ص] وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ [ط] أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ
﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ آمُواتًا فَأَحْيَاهُمْ [ج] ثُمَّ
يُبَيِّنُوكُمْ ثُمَّ يُحْيِيُوكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ
كُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا [ق] ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ
سَبْعَ سَوَّاتٍ [ط] وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ع] ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً [ط] قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ [ج] وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ [ط] قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَمَ آدَمَ
الْأَسْيَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكَةِ [لَا] فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءِ هَوَّلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا
 عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتَنَا [ط] إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾
 قَالَ يَأَدْمَرْ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ [ج] فَلَيَّا آنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ [لَا]
 قَالَ أَلَمْ أَقْلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [لَا] وَأَعْلَمُ
 مَا تُبَدِّلُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِكَةِ
 اسْجُدْدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ [ط] أَبِي وَاسْتَكْبَرَ [ق/ز] وَكَانَ
 مِنَ الْكُفَّارِينَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يَأَدْمَرْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
 وَكُلَا مِنْهَا رَغْدًا حَيْثُ شِئْتَنَا [ص] وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ
 فَتَكُونُنَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَازَّلْهُمَا الشَّيْطَنُ عَنْهُمَا
 فَأَخْرَجَهُمَا مِنَ الْجَنَّةِ [ص] وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
 [ج] وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَكْفِي
 أَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ [ط] إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ

الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَيْعَانًا [ج] فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ
 هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ
 ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيمَانَنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ [ج]
 هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ [ع] ﴿٣٩﴾ يَبْيَسْنَى إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي
 الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ [ج] وَإِيَّاهُ
 فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ وَامْنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا
 تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِينَ بِهِ [ص] وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِنَا قَلِيلًا [ذ]
 وَإِيَّاهُ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾ وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتُكْتُمُوا
 الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ
 وَأْكُونُوا مَعَ الرِّكَعِينَ ﴿٤٣﴾ اتَّأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
 آنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَوْنَ الْكِتَبَ [ط] أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾
 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ [ط] وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ

[ل] ﴿٤٥﴾ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ
رَجْعُونَ [ع] ﴿٤٦﴾ يَبْنَى إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوهُا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْحَيْتُ
عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا
تَجِزِّي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ
مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنَصَّرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ
فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ [ط] وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ
﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ
اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا
عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى

لِقَوْمٍ يُقَوِّمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِأَنْتُخَذُكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا
 إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا آنفُسَكُمْ [ط] ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ
 بَارِئِكُمْ [ط] فَتَابَ عَلَيْكُمْ [ط] إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ {٥٤} وَإِذْ
 قُلْتُمْ يَمْوُسِي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخْذَتُكُمْ
 الصُّعَقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ {٥٥} ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ مَبْعَدِ
 مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {٥٦} وَظَلَلَنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا
 عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَى [ط] كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [ط] وَمَا
 ظَلَمْوْنَا وَلِكُنْ كَانُوا آنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {٥٧} وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا
 هُذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ
 سُجَّدًا وَقُولُوا حِجَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ [ط] وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
 {٥٨} فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا
 عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّيَّءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ [ع] {٥٩}

وَإِذْ أَسْتَسْقَى مُوسَى لِرَبِّهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَابَ الْحَجَرِ [ط]
 فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَانِ عَشْرَةَ عَيْنًا [ط] قَدْ عِلِمَ كُلُّ أَنْاسٍ
 مَشْرَبَهُمْ [ط] كُلُّوَا وَأَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوُسَى لَكُنْ نَصِيرًا عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ
 فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ مَبْقَلِهَا وَقِثَائِهَا
 وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا [ط] قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى
 بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ [ط] إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ [ط]
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِلَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ [ق] وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ [ط]
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ [ط] ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ [ع] ﴿٦١﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِإِلَهٍ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ [ج/ص]

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْ شَاقِكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الظُّورَ [ط] خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ كُرُوا مَا فِيهِ
لَعْلَكُمْ تَتَقَوَّنَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ [ج] فَلَوْلَا فَضْلُ
اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ
عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً
خَاسِئِينَ [ج] ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً [ط] قَالُوا أَتَتَخْذِنَا هُزُوا [ط] قَالَ أَعُوذُ
بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهِيلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَنَا
مَا هِيَ [ط] قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرْ [ط] عَوَانٌ
بَيْنَ ذَلِكَ [ط] فَافْعَلُوا مَا تُؤْمِرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهَا [ط] قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ [لَا] فَاقِعٌ

لَوْنَهَا تَسْرُّ النَّظَرِيْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ
 ﴿٧٠﴾ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبِهَ عَلَيْنَا [ط] وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ
 قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثْبِيُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي
 الْحَرْثَ [ج] مُسْلِمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا [ط] قَالُوا أَلْئَنَ جِئْنَ بِالْحَقِّ [ط]
 فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ [ع] ﴿٧١﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا
 فَادْرِءُوهُمْ فِيهَا [ط] وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ [ج] ﴿٧٢﴾
 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا [ط] كَذِلِكَ يُحْسِنُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ [لَا] وَيُرِيْكُمْ
 أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً [ط] وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ
 مِنْهُ الْأَنْهَرُ [ط] وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْبَأْءَ [ط] وَإِنَّ
 مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ [ط] وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْبَلُونَ
 ﴿٧٤﴾ افَتَتَّمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ مَا بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا [ج] وَإِذَا خَلَّا
بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا آتَحَدِثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
لِيُحَاجِّوْكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ [ط] أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ أَوْلَا
يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِنْهُمْ
أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا آمَانِيًّا وَإِنَّهُمْ إِلَّا يُظْنَوْنَ ﴿٧٨﴾
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمْ [ق] ثُمَّ يَقُولُونَ هُذَا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا [ط] فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبْتُ
أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ
إِلَّا آيَةً مَعْدُودَةً [ط] قُلْ أَتَخْدُثُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ
اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلِّي مَنْ
كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ [ج]

هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ [ج] هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ [ع] ﴿٨٢﴾ وَإِذَا أَخْذَنَا
 مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَآءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ [ق] وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوَةَ [ط] ثُمَّ تَوَلَّتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ
 وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذَا أَخْذَنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ
 دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ
 وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هُؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ
 وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ [ذ] تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ
 بِالْأَثْمِ وَالْعُدُوانِ [ط] وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَى تُفْدِوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
 عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ [ط] أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ
 بِبَعْضٍ [ج] فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْنٌ فِي الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا]ج[وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ [ط] وَمَا اللَّهُ
 بِغَافِلٍ عَنَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 بِالْأُخْرَةِ [ذ] فَلَا يُخَفَّ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ [ع]
 ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ مَبْعَدِهِ بِالرُّسُلِ [ذ]
 وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ [ط]
 أَفَكَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ بَيْنَ لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرُتُمْ [ج]
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ [ذ] وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا
 غُلْفٌ [ط] بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾
 وَلَيَّا جَاءَهُمْ كِتَبٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّيَّا مَعَهُمْ [لا]
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا [ج] فَلَيَّا جَاءَهُمْ
 مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ [ذ] فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَيَا
 اشْتَرَوُا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ [ج] فَبَاعُو بِغَضَبٍ عَلَى
غَضَبٍ [ط] وَلِلَّكُفَّارِ يَنَعِذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُّرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ [ق]
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ [ط] قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ
مِنْ قَبْلٍ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٩١﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسَى
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذُتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلَمُونَ ﴿٩٢﴾
وَإِذَا أَخْذَنَا مِيقَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ [ط] خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاسْتَعِوْا [ط] قَالُوا سَيْعَنَا وَعَصَيْنَا [ق] وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ
الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ [ط] قُلْ إِنَّسَنًا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ
خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ
﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا مِنْ بَيْنَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ [ط] وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ

بِالظَّلَّمِينَ ﴿٩٥﴾ وَتَجْدَنُهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ [ج/]

وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا [ج/] يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةً [ج] وَمَا
 هُوَ بِمُزَّخِرٍ جِهٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمِّرَ [ط] وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
 يَعْمَلُونَ [ع] ﴿٩٦﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى
 قَلْبِكَ يِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
 لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
 وَمِنْ كُلِّ فِيْنَ اللَّهُ عَدُوٌ لِكُفَّارِينَ ﴿٩٨﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ
 مِبَيِّنَاتٍ [ج] وَمَا يَكُفُّرُ بِهَا إِلَّا الْفَسُقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا
 عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ [ط] بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾
 وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ
 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ [ق/] كَتَبَ اللَّهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَانُهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ [أ] ﴿١٠١﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَنَّلُوا الشَّيْطَانُ عَلَى مُلْكٍ

سُلَيْمَنَ [ج] وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلِكُنَ الشَّيْطَنُ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ
 النَّاسَ السِّحْرَ [ق] وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَأْلَ هَارُوتَ
 وَمَارُوتَ [ط] وَمَا يُعْلَمُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
 تَكُفِرُ [ط] فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرْءَ
 وَزَوْجِهِ [ط] وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [ط]
 وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ [ط] وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
 مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ [قف/٣] وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ
 [ط] لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا وَاتَّقُوا الْمَثُوبَةَ مِنْ
 عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ [ط] لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ [ع] ﴿١٠٣﴾ يَا يَاهَا الَّذِينَ أَمْنَوْا
 لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا [ط] وَلِلْكُفَّارِينَ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا
 الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ [ط] وَاللَّهُ

يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ [ط] وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 ﴿١٠٥﴾ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا
 [ط] أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ
 أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [ط] وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
 سُلِّمَ مُوسَى مِنْ قَبْلٍ [ط] وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفَّارِ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
 يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا [ج] حَسَدًا مِنْ عِنْدِ
 أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ [ج] فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا
 حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ [ط] إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّوا الزَّكُوَةَ [ط] وَمَا تُقْدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ [ط] إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا

لَئِنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًّا أَوْ نَصْرَىٰ [ط] تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ [ط]
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿١١﴾ بَلٌ [ق] مَنْ
 أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ [ص] وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [لا] ﴿١١٢﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ
 النَّصْرَىٰ عَلَى شَيْءٍ [ص] وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ
 [لا] وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ [ط] كَذِلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ
 قَوْلِهِمْ [ج] فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ
 يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ
 فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي الْخَرَابِهَا [ط] أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ
 يَدْخُلُوهَا إِلَّا حَارِفِينَ [ج] لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْنٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ [ق] فَأَيْنَمَا تُولَّوَا
 فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [ط] إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

وَلَدًا [لَا] سُبْحَنَةٌ [ط] بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [ط] كُلُّ لَهُ
قُنْتُونَ ﴿١١٦﴾ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [ط] وَإِذَا قَضَى أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً [ط] كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِثْلَ قَوْلِهِمْ [ط] تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ [ط] قَدْ بَيَّنَاهُ الْأُبَيْتِ لِقَوْمٍ
يُؤْقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا [لَا] وَلَا
تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَنْ تَرْضُى عَنْكَ الْيَهُودُ
وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [ط] قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدُى
[ط] وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ [لَا] مَا
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ [ل] ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ
الْكِتَبَ يَتْلُونَهَا حَقَّ تِلَاقِهِ [ط] أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ [ط] وَمَنْ يَكُفُرُ
بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ [ع] ﴿١٢١﴾ يَبْيَنِي إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوا

نَعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
 ﴿١٢٢﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ
 مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعةً وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذْ
 ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكِلَيْتٍ فَأَتَمَّهُنَّ [ط] قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
 إِمَامًا [ط] قَالَ وَمِنْ ذُرَّيْتِي [ط] قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّلَمِينَ
 ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا [ط] وَاتَّخِذُوا مِنْ
 مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى [ط] وَعَهْدُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ
 طَهَّرَ أَبَيْتِي لِلَّطَّافِيفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكُّعَ السُّجُودَ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي اجْعَلْ هُذَا بَلَدًا أَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّرَاثِ
 مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [ط] قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعْهُ
 قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ [ط] وَإِنَّمَّا يُؤْسَى
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ [ط] رَبَّنَا تَقَبَّلْ

مِنَّا [ط] إِنَّكَ أَنْتَ السَّيِّدُ الْعَلِيُّمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا^[ص]
 مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ [ص] وَارِنَا مَنَاسِكَنَا
 وَتُبْ عَلَيْنَا [ج] إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ
 فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوُّ عَلَيْهِمْ أَيْتَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ [ط] إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [ع] ﴿١٢٩﴾
 وَمَنْ يَرُغِبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ [ط] وَلَقَدِ
 اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا [ج] وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿١٣٠﴾
 إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ [لا] قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾
 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ [ط] يَبَنِيَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ
 الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [ط] ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ
 شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ [لا] إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ بَعْدِي [ط] قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللهُ أَبَاكَ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا [ج] وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 ۚ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَقْنَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا
 كَسَبْتُمْ [ج] وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ وَقَالُوا
 كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا [ط] قُلْ بَلْ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
 وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
 إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
 وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
 رَبِّهِمْ [ج] لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ [ز] وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
 ۚ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ أَمْنُوا بِمِثْلِ مَا أَمْنَتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوَا [ج] وَإِنْ
 تَوَلُّو فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ [ج] فَسَيَكُفِيْكُمْ اللَّهُ [ج] وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ [ط] ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةُ اللَّهِ [ج] وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
 [ز] وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُوْنَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتَحَاجِّوْنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا

وَرَبُّكُمْ [ج] وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ [ج] وَنَحْنُ لَهُ
مُخْلِصُونَ [لا] ١٣٩﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى [ط] قُلْ
عَانْتُمْ أَعْلَمُ أَمْرِ اللَّهِ [ط] وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ
اللَّهِ [ط] وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ١٤٠﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ
خَلَقْتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ [ج] وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا
كَانُوا يَعْمَلُونَ [ع] ﴾ ١٤١﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا
وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا [ط] قُلْ يَلِلُهُ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ [ط] يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ ١٤٢﴿
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [ط] وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا
إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ [ط] وَإِنْ

كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ [ط] وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
 إِيمَانَكُمْ [ط] إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ {١٤٣} قَدْ نَرَى
 تَقْلُبَ وَجْهَكَ فِي السَّيَاءِ [ج] فَلَكُنُولَيَّنَكَ قِبْلَةً تَرْضُهَا [ص] فَوَلَّ
 وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [ط] وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [ط] وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّهِمْ [ط] وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ {١٤٤} وَلَئِنْ أَتَيْتَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ بِكُلِّ أَيَّةٍ مَا تَبْعُوا قِبْلَتَكَ [ج] وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ
 قِبْلَتَهُمْ [ج] وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ [ط] وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ
 أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ [لا] إِنَّكَ إِذَا لَمْ
 الظَّلِيلِيْنَ [م] {١٤٥} الَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا
 يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ [ط] وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ
 يَعْلَمُونَ {١٤٦} الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُبْتَرِيْنَ

﴿١٤٧﴾ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ط/.]

آئَنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا [ط] إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [ط] وَإِنَّهُ لَدُخْلُقٌ مِنْ رَبِّكَ [ط] وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنِّا تَعْمَلُونَ

﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [ط] وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهُكُمْ شَطْرَهُ [لا] إِلَّا

يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ [ق/] إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ [ق] فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُوْنِي [ق] وَلَا تُمْرِنُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ

﴿١٥٠﴾ كَيْمًا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَلَوُّ عَلَيْكُمْ

إِيْتَنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [ط/] ﴿١٥١﴾ فَاذْكُرُوْنِي آذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا إِلِيْ وَلَا

تَكْفُرُوْنِ [ع] ﴿١٥٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوْا بِالصَّابِرِ

وَالصَّلْوَةِ [ط] إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ {١٥٣} وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ [ط] بَلْ أَحْيَاءٌ وَلِكُنْ لَا تَشْعُرُونَ {١٥٤}
 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِيهِ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
 وَالْأَنْفُسِ وَالثِّمَرَاتِ [ط] وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [لا] {١٥٥} الَّذِينَ إِذَا
 أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ [لا] قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعونَ [ط] {١٥٦}
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ [قف] وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُهْتَدُونَ {١٥٧} إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [ج] فَمَنْ
 حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اغْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا [ط] وَمَنْ
 تَطَّعَ خَيْرًا [لا] فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ {١٥٨} إِنَّ الَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْهُ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ
 لِلنَّاسِ فِي الْكِتَبِ [لا] أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
 اللَّعْنُونَ [لا] {١٥٩} إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ [ج] وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ {١٦٠} إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَمَا تُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ [لا] {١٦١} خَلِدِينَ فِيهَا [ج] لَا يُخَفَّ عَنْهُمُ العَذَابُ
 وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ {١٦٢} وَالْهَمْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ [ج] لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ [اع] {١٦٣} إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاخْتِلَافِ الْيَلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
 النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
 مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ [ص] وَتَصْرِيفُ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ
 الْمَسَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُؤْتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {١٦٤}
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحِبِّ
 اللَّهِ [ط] وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ [ط] وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْ
 يَرَوْنَ الْعَذَابَ [لا] أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا [لا] وَأَنَّ اللَّهَ شَرِيكٌ

الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوَا
 الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا
 لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا [ط] كَذِلِكَ يُرِيْهِمُ
 اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ [ط] وَمَا هُمْ بِخُرِيجِينَ مِنَ النَّارِ
 [اع] ﴿١٦٧﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّا طَيِّبًا [ذ] وَلَا
 تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَنِ [ط] إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا
 يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
 أَفْعَلْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا [ط] أَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا
 يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا
 لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً [ط] صُمُّ مُبْكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
 ﴿١٧١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبِتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَاسْكُرُوا إِلَّهٌ أَنْ كُنْتُمْ أَيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
 الْبَيْتَةَ وَالدَّمَرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ [ج] فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [ط] إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ
 بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا [ل] أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا
 يُكَلِّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيُهُمْ [ج] وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 ﴿١٧٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ
 بِالْمَغْفِرَةِ [ج] فَمَا أَصْبَرُهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذُلِّكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ
 الْكِتَبَ بِالْحَقِّ [ط] وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ مَّ
 بَعِيدٍ [ع] ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَلِكِنَّ الْبَرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِئَكَةَ
 وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ [ج] وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى

وَالْمَسِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ [لَا] وَالسَّاَئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ [ج] وَاقَامَ
الصَّلَاةَ وَاتَّى الزَّكُوَةَ [ج] وَالْمُؤْفَونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [ج]
وَالصُّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ [ط] أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا [ط] وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ يَا يَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ [ط] الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى [ط] فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ [ط] ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ [ط] فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا وَلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
﴿١٧٩﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
خَيْرًا [ج] الْوَصِيَّةُ لِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ [ج] حَقًا
عَلَى الْمُتَّقِيْنَ [ط] ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَيَعْهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ

عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [ط] إِنَّ اللَّهَ سَيِّئُ عَلِيهِمْ [ط] {١٨١} فَمَنْ
 خَافَ مِنْ مُؤْصِسِ جَنَفًا أَوْ إِثْرًا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [ط]
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [ع] {١٨٢} يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
 عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ [لا] {١٨٣} أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ [ط] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
 أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ [ط] وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
 فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ [ط] فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ [ط] وَأَنْ
 تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {١٨٤} شَهْرُ رَمَضَانَ
 الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدْيِ
 وَالْفُرْقَانِ [ج] فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَيَصُمِّمْهُ [ط] وَمَنْ كَانَ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ [ط] يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ
 الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [ذ] وَلَتُكِمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ

عَلَى مَا هَدْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
 عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ [ط] أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ [لا]
 فَلَيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ ﴿١٨٦﴾ أُحِلَّ
 لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [ط] هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَّهُنَّ [ط] عِلْمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ [ج] فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
 لَكُمْ [ص] وَكُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
 الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [ص] ثُمَّ أَتَيْتُهُمُ الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِ [ج] وَلَا
 تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكْفُونَ [لا] فِي الْمَسْجِدِ [ط] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
 فَلَا تَقْرَبُوهَا [ط] كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقَوَّنَ
 ﴿١٨٧﴾ وَلَا تَأْكُلُوا آمَوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوَا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ آمَوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ [ع] ﴿١٨٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ [ط] قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
 لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ [ط] وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
 وَلِكُنَّ الْبِرَّ مِنْ اتَّقَى [ج] وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا [ص] وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
 يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا [ط] إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿١٩٠﴾
 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقْفُتُمُوهُمْ وَآخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
 آخْرِجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ [ج] وَلَا تُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقْتِلُوكُمْ فِيهِ [ج] فَإِنْ قُتِلُوكُمْ
 فَاقْتُلُوهُمْ [ط] كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِينَ ﴿١٩١﴾ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقْتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً
 وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ [ط] فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظُّلْمِيْنَ
 ﴿١٩٣﴾ الْشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ [ط]

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِإِثْلٍ مَا اعْتَدَى
 عَلَيْكُمْ [ص] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ {١٩٤}

وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ [ج/١٩٥]
 وَأَحْسِنُوا [ج/] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {١٩٥} وَاتَّمُوا الْحَجَّ
 وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [ط] فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَبَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدُى [ج] وَلَا
 تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدُى مَحِلَّهُ [ط] فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
 نُسُكٍ [ج] فَإِذَا آتَيْتُمْ [وقفة] فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا
 اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدُى [ج] فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
 الْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [ط] تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً [ط] ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ
 يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرٍ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [ط] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ شَرِيدُ الْعِقَابِ [ع] {١٩٦} الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٌ [ج] فَمَنْ

فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقٌ^[ل] وَلَا جِدَالَ فِي
 الْحَجَّ^[ط] وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ^[ط] وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
 الْزَّادِ التَّقْوَى^[ذ] وَاتَّقُونَ يَأْوِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تُبَتَّغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ^[ط] فَإِذَا آفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتٍ
 فَآذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ^[ص] وَآذْكُرُوهُ كَمَا هَذِهِ
 [ج] وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا
 مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^[ط] إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَآذْكُرُوا اللَّهَ
 كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا^[ط] فِينَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
 اتَّنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ
 يَقُولُ رَبَّنَا اتَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ^[ج] ﴿٢٠١﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا^[ط] وَاللَّهُ سَرِيعُ

الحِسَابٍ ﴿٢٠٢﴾ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [ط] فَمَنْ
 تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [ج] وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ [لا]
 لِيَنِ اتَّقِيٌّ [ط] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَهِّدُ اللَّهَ
 عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ [لا] وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّ سَعْيٍ فِي
 الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ [ط] وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخْذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
 فَحَسِبَهُ جَهَنَّمُ [ط] وَلَيُئْسِرَ الْيَهَادُ ﴿٢٠٦﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 يَشْرِئُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ [ط] وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
 ﴿٢٠٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةً [ص] وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوتِ الشَّيْطَنِ [ط] إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ فَإِنْ زَلَّتُمْ
 مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمُ الْبِيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَلٍ مِّنَ الْغَيَّامِ
 ﴿٢١٠﴾ وَالْمَلِكَةُ وَقُضَى الْأَمْرُ [ط] وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ [ع] ﴿٢١١﴾
 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُمْ مِّنْ آيَةٍ رَّبِّنَةٌ [ط] وَمَنْ يُبَدِّلُ
 نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٢﴾
 زُيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
 [ما] وَالَّذِينَ اتَّقُوا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ [ط] وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
 بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٣﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً [قف] فَبَعَثَ اللَّهُ
 النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ [ص] وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ
 بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ [ط] وَمَا اخْتَلَفَ
 فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَعْدَامَ
 بَيِّنَهُمْ [ج] فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
 بِإِذْنِهِ [ط] وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٤﴾

أَمْ حِسِّبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلَوَا
 مِنْ قَبْلِكُمْ [ط] مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ
 الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ [ط] أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ
 قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنِفِّقُونَ [ه] قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ
 مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدَّيْنُ وَالْأَقْرَبُينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ
 السَّبِيلِ [ط] وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ [ج] وَعَسَىٰ أَنْ تَكُرَهُوَا شَيْئًا
 وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [ج] وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوَا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ [ط] وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [ع] ﴿٢١٦﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ
 الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ [ط] قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ [ط] وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ [ق] وَأَخْرَاجٌ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
 عِنْدَ اللَّهِ [ج] وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ [ط] وَلَا يَزَّ الْوَنَّ يُقَاتِلُونَ كُمْ

حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنْ أُسْتَطَاعُوا [ط] وَمَنْ يَرُتَدِّ مِنْكُمْ
 عَنْ دِيْنِهِ فَإِنْ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبَطْتُ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا
 وَالآخِرَةِ [ج] وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ [ج] هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ
 ﴿٢١٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ [لا] أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ [ط] وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 ﴿٢١٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ [ط] قُلْ فِيهِمَا آثُمٌ كَبِيرٌ
 وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ [نا] وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنْ نَّفْعِهِمَا [ط] وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
 يُنْفِقُونَ [٤/٥] قُلِ الْعَفْوَ [ط] كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَتِ
 لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ [لا] ﴿٢١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ [ط] وَيَسْأَلُونَكَ
 عَنِ الْيَتَمِّ [ط] قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [ط] وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
 فَإِخْوَانُكُمْ [ط] وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [ط] وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَا عَنْتَكُمْ [ط] إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ وَلَا تَنْكِحُوا

الْمُشْرِكُتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ [ط] وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
 أَعْجَبَتُكُمْ [ج] وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا [ط] وَلَعَبْدُ
 مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ [ط] أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ [ج] وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ [ج] وَيَبِينُ
 أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [ع] ﴿٢٢١﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
 الْمَحِيطِ [ط] قُلْ هُوَ أَذْيٌ [لا] فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ
 وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهُرُنَّ [ج] فَإِذَا تَظَاهَرْنَ فَأُتُوهُنَّ مِنْ
 حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ [ط] إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
 ﴿٢٢٢﴾ نِسَاءٌ كُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [ص] فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ [ذ]
 وَقَدِيمُوا إِلَّا نُفِسِكُمْ [ط] وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقُوْهُ [ط] وَبَشِّرِ
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبْرُوا
 وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ [ط] وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا

يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُ
قُلُوبُكُمْ [ط] وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ
نِسَاءِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ [ج] فَإِنْ فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلَيْمٌ
وَالْمُطَلَّقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُونٍ [ط] وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكُنْتُمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ [ط] وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهَنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا [ط]
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ص] وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ [ط] وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ع] ﴿٢٢٨﴾ الظَّلَاقُ مَرَّتَنِ [ص]
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ [ط] وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ آلاً يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ [ط] فَإِنْ خِفْتُمْ آلاً يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [لَا] فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

فِيَمَا افْتَدَتْ بِهِ [ط] تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا [ج] وَمَنْ يَتَعَدَّ
 حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ
 لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْتِ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ط] فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [ط] وَتِلْكَ حُدُودُ
 اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
 أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّ حُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [ص] وَلَا
 تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا [ج] وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ [ط] وَلَا تَتَخِذُوا آيَتِ اللَّهِ هُزُوا [ن] وَادْجُرُوهُنَّ بِنِعْمَةِ اللَّهِ
 عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظِلُكُمْ بِهِ [ط]
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ع] ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا
 طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [ط] ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [ط] ذٰلِكُمْ أَزْكٰنِي لَكُمْ
 وَأَظْهَرُ [ط] وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ وَالْوَالِدُ
 يُرِضِّعُنَ اُولَادَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ
 الرَّضَاعَةَ [ط] وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ط]
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا [ج] لَا تُضَارِّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ
 لَهُ بِوَلَدِهِ [ق] وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ [ج] فَإِنْ أَرَادَ أَفْصَالًا عَنْ
 تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاءُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [ط] وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرِضِعُوا اُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ [ط] وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
 ﴿٢٣٣﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ
 بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [ج] فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [ط] وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيْرُهُ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
 النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتْتُمْ فِيْ أَنفُسِكُمْ [ط] عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ
 سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلِكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا [ج] وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
 [ط] وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنفُسِكُمْ فَاجْحَذِرُوهُ [ج] وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ [ع] ﴿٢٣٥﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ
 النِّسَاءَ مَا لَمْ تَسْسُوْهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً [ج]
 وَمَتَّعُوهُنَّ [ج] عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ [ج] مَتَّاعَمُ
 بِالْمَعْرُوفِ [ج] حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْسُوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوا إِلَيْهِ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [ج]
 وَإِنْ تَعْفُوا آكْرَبُ لِلتَّقْوَى [ط] وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [ط] إِنَّ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حِفِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلُوةِ
الْوُسْطَى [ق] وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ
رُكَبَانًا [ج] فَإِذَا آمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَزْوَاجًا [ج]
وَصِيهَةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ اخْرَاجٍ [ج] فَإِنْ خَرَجْنَ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ [ط] وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ وَلِلْمُطَّلَّقِتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [ط] حَقًا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
[ج] ﴿٢٤٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الْوُفُّ
حَذَرَ الْمَوْتِ [ص] فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُوا [قف] ثُمَّ أَحْيَاهُمْ [ط] إِنَّ
اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ
﴿٢٤٣﴾ وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَيِّعُ عَلِيِّمٌ

﴿٢٤٤﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ

أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴿ط﴾ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ﴿ص﴾ وَالَّذِي هُوَ تُرْجُونَ

﴿٢٤٥﴾ الَّمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ أَبْنَى إِسْرَاعِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ﴿م﴾

إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ط﴾ قَالَ

هَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا تُقَاتِلُوا ﴿ط﴾ قَالُوا وَمَا

لَنَا أَلَا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانَا ﴿ط﴾

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴿ط﴾ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مِ

بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ

كَلْوَاتٍ مَلِكًا ﴿ط﴾ قَالُوا آنِي يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ

بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْبَالِ ﴿ط﴾ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَصْفَفُهُ

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجَسْمِ ﴿ط﴾ وَاللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَنْ

يَشَاءُ ﴿ط﴾ وَاللَّهُ وَاسْعٌ عَلَيْهِمْ ﴿٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ

مُلِكَهُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْمُوسَى وَالْهُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلِكَةُ [ط] إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ [ع] ﴿٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَلْوُتٌ بِالْجُنُودِ [لَا]
قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ [ج] فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسٌ مِّنْهُ [ج]
وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً مِّنْهُ [ج]
فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ [ط] فَلَمَّا جَاءَ زَهْرَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
[لَا] قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاهُوتٍ وَجُنُودِهِ [ط] قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ
أَنَّهُمْ مُّلْقُوا اللَّهَ [لَا] كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً مِّنْ يَادِنِ
الَّهِ [ط] وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَاهُوتٍ وَجُنُودِهِ
قَالُوا رَبَّنَا آفِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثِيثُ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكُفَّارِينَ [ط] ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَ مُؤْهِمٌ يَادِنِ اللَّهِ [قف/] وَقَتَلَ دَاؤِدُ
جَاهُوتَ وَأَنَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَيْهِ مِمَّا يَشَاءُ [ط] وَلَوْلَا دَفْعُ

اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ [لَا] لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلِكَنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ أَيْتُ اللَّهُ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ
بِالْحَقِّ [ط] وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ



ত্য পাঠ

কুরআন মাজিদ পরিচিতি ও কতিপয় ধারণা

আমরা ইতোপূর্বে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে কুরআন মাজিদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছি। এখন আমরা একটু বিস্তারিত জানব। কুরআন মাজিদ হলো মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সেই মহাঘন্ট, যাতে সমগ্র মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাত সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের পথ দেখানো হয়েছে। আমাদের জীবন চলার পথে সৃষ্টি সমস্যার সমাধানও এই মহাঘন্টের মধ্যে নিহিত রয়েছে। এছাড়াও এ পবিত্র গ্রন্থে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে সমাজ জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, পারস্পারিক সৌহার্দ্য, সংজ্ঞাব, সাম্য-মৈত্রী, সহমর্মিতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সমাজে যাতে বিশ্রংখলা, অনাচার, সুদ-ঘৃষ, দূর্নীতি, প্রতারণা, জালিয়াতি, ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ধূমপান ও মাদক গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সংঘটিত না হয়ে সে বিষয়ে কুরআন মাজিদে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন ফিতনা-ফাসাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সুরা বাকারার ১৯১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- **وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنِ الْقَتْلِ** অর্থাৎ, ফিতনা-ফাসাদ হত্যা অপেক্ষা জগন্য অপরাধ। উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

আয়াত:

আয়াত হলো আল কুরআনের বাক্য বা বাক্যগুচ্ছ। আল কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি। আল কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হলো ‘আয়াতুল দায়ন’। এটি সুরাতুল বাকারার ২৮২ নম্বর আয়াত। কুরআন মাজিদের সবচেয়ে ছোট আয়াত হলো সুরা মুদ্দাছুছির এর ২১ নম্বর আয়াত। কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হলো সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত। আর সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হলো সুরা বাকারার ২৮১ নম্বর আয়াত। পবিত্র কুরআনের ২৯টি সুরার শুরুতে কিছু হরকতবিহীন হরফ রয়েছে। এগুলোকে হৃরংফে মুকাব্বাতাত বলা হয়। যেমন: **الْ**

সুরা:

কমপক্ষে তিনটি আয়াত সম্বলিত কুরআন মাজিদের বিশেষ অংশকে সুরা বলা হয়। কুরআন

মাজিদের সর্বমোট সুরা সংখ্যা হলো ১১৪। সর্বপ্রথম নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম সুরা আল ফাতিহা। সুরা আল ফাতিহার প্রধান উপাধি হলো উম্মুল কুরআন বা কুরআনের জননী। সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরা হলো সুরা আন-নাসর। সুরা ইয়াসিনকে কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয়। নাজিল হওয়ার সময় হিসেবে কুরআন মাজিদের সুরাসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। মহানবি (ﷺ) এর হিজরতের পূর্বে তাঁর মক্কায় থাকাকালীন নাজিলকৃত সুরাকে মক্কি সুরা এবং হিজরতের পরে মদিনায় থাকাকালীন নাজিলকৃত সুরাকে মাদানি সুরা বলা হয়। দৈর্ঘ্যের বিচারে কুরআন মাজিদের সুরাগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো তিওয়াল, মিয়িন, মাছানি ও মুফাসসাল। কুরআন মাজিদের প্রথম সাতটি দীর্ঘ সুরাকে তিওয়াল বলা হয়। সুরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়েদা, আনআম, আরাফ এবং আনফাল ও তাওবা এগুলো তিওয়াল এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব সুরার আয়াত সংখ্যা কমবেশি একশত সেগুলোকে মিয়িন বলা হয়। সুরা ইউনুস থেকে সুরা ফাতির পর্যন্ত ২৬টি সুরা মিয়িন এর অন্তর্ভুক্ত সুরা ইয়াসিন থেকে সুরা কাফ পর্যন্ত ১৫টি সুরাকে মাছানি বলা হয়। এগুলোর আয়াত সংখ্যা একশ'র কম। সুরা কাফ থেকে সুরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোকে মুফাসসাল বলা হয়। মুফাসসাল তিন প্রকার। তিওয়াল, আওসাত ও কিসার। সুরা কাফ বা সুরা হজুরাত থেকে সুরা ইনশিকাক পর্যন্ত সুরাগুলোকে তিওয়ালে মুফাসসাল বলা হয়। সুরা বুরুজ থেকে সুরা কদর পর্যন্ত সুরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলা হয়। সুরা বায়িনাত থেকে সুরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোকে কিসারে মুফাসসাল বলা হয়।

পারা:

তেলাওয়াতের সুবিধার্থে পবিত্র কুরআনকে ৩০টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ভাগকে পারা বলে। আরবিতে পারাকে জুয় (ج) বলা হয়।

রুকু:

কুরআন মাজিদের অধিকাংশ সুরাকে অর্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি ভাগকে রুকু বলা হয়। কুরআন মাজিদের সর্বমোট রুকুর সংখ্যা ৫৪০।

সাজদা:

আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে মাটিতে কপাল রাখাকে সাজদা বলা হয়। কুরআন মাজিদের ১৪টি আয়াতে সাজদা করার নির্দেশ রয়েছে। এসব আয়াত তেলাওয়াত করলে বা অন্যের তেলাওয়াত শুনলে সাজদা করা ওয়াজিব তথা অবশ্য কর্তব্য।

অনুশীলনী

১। এক কথায় উত্তর দাও:

- ক. সর্বোত্তম নফল ইবাদাত কোনটি?
- খ. কুরআন তেলাওয়াতকারীর সাথে কিয়ামাতে কুরআন কেমন আচরণ করবে?
- গ. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি ?
- ঘ. কুরআন মাজিদের সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি ?
- ঙ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত কোনটি ?
- চ. সুরাতুল ফাতিহার প্রধান উপাধি কী ?
- ছ. সর্বশেষ নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম কী ?
- জ. মক্কি সুরা কাকে বলে ?
- ঝ. কুরআন মাজিদে সাজদার আয়াত কতটি ?
- ঝঃ. কোন কোন সুরাকে তিওয়াল বলে ?
- ট. মাছানি কাকে বলে এবং তা কতটি ?
- ঠ. মুফাসসাল কত প্রকার ও কী কী ?
- ড. কোন সুরাগুলোকে আওসাতে মুফাসসাল বলে ?
- ঢ. কয়টি সুরার শুরুতে হুরফে মুকান্তায়াত আছে ?

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যাটি ।
- খ. কুরআন মাজিদের সবচেয়ে ছোট আয়াত হলো..... ।
- গ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত ।
- ঘ.হলো কুরআন মাজিদের সর্বপ্রথম নাজিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরা ।
- ঙ. কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয় সুরা.....কে ।
- চ. কুরআন মাজিদের পারা সংখ্যাটি ।
- ছ. কুরআন মাজিদের রংকু সংখ্যাটি ।
- জ. দৈর্ঘ্যের বিচারে কুরআন মাজিদের সুরাগুলোপ্রকার ।
- ঝ. মিয়িন এর সংখ্যাটি ।
- ঝঃ. ﷺ হলো..... ।

৩। সঠিক উত্তর লেখ :

ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি ? ৬২৩৬/৬৩০০/৬৫২৩

খ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত কোন সুরার ?

আলাক/ মুদ্দাচ্ছির/ ফাতিহা

গ. সুরা ফাতিহার প্রধান উপাধি কী? শিফা/ ফাতিহা / উম্মুল কুরআন

ঘ. কুরআন মাজিদের অন্তর বলা হয় কোন সুরাকে ?

ফাতিহা/ইয়াসিন/বাকারা

ঙ. কুরআন মাজিদের রুক্ম সংখ্যা কত ? ৫৪০/৫৫৫/৫৬০

চ. সুরা বাকারা কোন প্রকার সুরা ? তিওয়াল/ মিরিন/ মুফাসসাল

ছ. মাছানির সংখ্যা কতটি ? ১৫/১৬/২০

জ. মুফাসসাল কত প্রকার ? ৩/৪/৫

ঝ. কয়টি সুরার শুরুতে হরফে মুকাভায়াত আছে ? ২৯/৩০/৩২

৪। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর

ক্রমিক নং	বাম	ডান
০১	কুরআন মাজিদ নাজিল হয়	হরফে মুকাভায়াত
০২	সুরাতুল বাকারার আয়াত সংখ্যা	১৪ টি
০৩	সবচেয়ে বড় আয়াতের নাম	১১৪ টি
০৪	الْ هলো	২৮৬টি
০৫	কুরআন মাজিদের সুরা সংখ্যা	শেষ নবি মুহাম্মাদ সা. এর উপর
০৬	সর্বোত্তম এবাদাত হলো	আয়াতুল দাইন
০৭	কুরআনের অন্তর বলা হয়	কুরআন তেলাওয়াত
০৮	কুরআনে সাজদা আছে	সুরা ইয়াসিনকে

৫। রচনামূলক প্রশ্ন :

ক. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

খ. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের ফজিলত বর্ণনা কর।

গ. কুরআন মাজিদের পরিচিতি পেশ কর।

২য় অধ্যায়

হিফজ ও লেখা

শিক্ষক নির্দেশিকা :

ক) শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন অল্প অল্প করে শুন্ধ উচ্চারণসহ শিক্ষার্থীদের সুরাগুলো মুখস্থ করাবেন। প্রতিদিন পাঠ শুনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠ মুখস্থ করার ব্যাপারে তাকিদ দিবেন। একটি সুরা শেষ হলে সেটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সকলের কাছ থেকে শোনা নিশ্চিত করবেন।

খ) শিক্ষক মহোদয় প্রতিদিন একটি করে আয়াত বোর্ডে লিখে ছাত্রদেরকে তা অনুসরণ করে লিখতে বলবেন। বাড়ি থেকে উক্ত আয়াতটি কয়েকবার লিখে আনতে বলবেন। এভাবে সুরাটি সমাপ্ত হলে পূর্ণাঙ্গ সুরা একবারে লিখতে বলবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদ হিফজ করা ও লেখার গুরুত্ব এবং ফজিলত

ক) হিফজ করার গুরুত্ব ও ফজিলত:

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হিদায়াতের জন্য কুরআন মাজিদ নাজিল করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত আসমানি কিতাব হিসেবে কুরআন মাজিদই বহাল থাকবে। কুরআন মাজিদের আদর্শ ও শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গঠন করতে হলে নিয়মিত তা তেলাওয়াত করতে হবে। তাছাড়া তেলাওয়াতের পাশাপাশি পূর্ণ বা আংশিক কুরআন মাজিদ মুখস্থ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রয়োজনমত কুরআন মুখস্থ করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজে আইন। শুধু নামাজ আদায় ও তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যেই নয়; বরং সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যেও কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা আবশ্যিক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে কুরআন মাজিদ মুখস্থ করতেন। সাহাবায়ে কেরামকেও মুখস্থ করার নির্দেশ দিতেন। যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ মুসলিম কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে হাফেজে কুরআন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

যে কোনো বিদ্যা মুখস্থ করা হলে তা স্থায়ী হয়। রঞ্জ করা বিদ্যা দ্বারা উপকৃত হওয়া সহজ হয়। সব সময় বই-পুস্তক দেখে দেখে পাঠ করলে বিদ্যা রঞ্জ করা যায় না। এ কারণে আমাদের উচিত নিয়মিত কুরআন মাজিদ মুখস্থ করা। প্রতিদিন অল্প অল্প মুখস্থ করলে একদিন অনেক আয়াত ও সুরা মুখস্থ করা হয়ে যাবে। অল্প বয়সে মুখস্থ করা অধিক সহজ। কেননা বলা হয়- *أَحْفَظُ فِي الصَّغِيرِ كَالْتَقْسِيسِ فِي الْحَجَرِ* ছোট কালে মুখস্থ করা পাথরে খোদাই করে রাখার সমতুল্য।

কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত প্রসঙ্গে এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ فَقِيْلَ مَنْ أَهْلُ اللَّهِ مِنْهُمْ قَالَ أَهْلُ الْقُرْآنِ (رواه احمد عن انس)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার জন্য মানুষের মধ্যে থেকে কতিপয় আপনজন রয়েছেন। জনৈক সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাদের মধ্যে আল্লাহর আপনজন কারা? তিনি বললেন, তাঁরা হলেন কুরআনের বাহক তথা হাফেজগণ।

হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবি করিম স. তাঁর সাহাবিদের বললেন, সবচেয়ে ধনী মানুষকে? তাঁরা বললেন, আবু সুফিয়ান। অন্যজন বললেন, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ। অপর একজন বললেন, উসমান ইবনে আফ্ফান। তখন নবি করিম সা. বললেন, মানুষের মধ্য সবচেয়ে ধনী ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের বাহক। অর্থাৎ যার অন্তরে আল্লাহ তাআলা কুরআন রেখেছেন।

খ) লেখার গুরুত্ব:

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে কলমের মাধ্যমেই সব কিছু শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন মাজিদে তিনি বলেছেন ইরাম পডুন, আর (আপনার) প্রভু তো মহিমাপূর্ণ। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।

এ কারণে যুগে যুগে আলেমগণ যেকোনো বিদ্যা পাঠ করে মুখস্থ করার সাথে সাথে লেখার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া লিখে রাখার মাধ্যমেই বিদ্যাকে আয়ত্ত করা যায়। রঞ্জিত বিদ্যা লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হলে তা সুরক্ষিত হয়। লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেই মহানবি (ﷺ) কুরআন মাজিদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মুখস্থ করে রাখার পাশাপাশি বিভিন্ন কিছুতে লিখে রাখারও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন মাজিদের কোনো আয়াত বা সুরা নাজিল হওয়ার সাথে সাথে ওহি লেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরাম নিজ নিজ উপকরণে তা লিখে রাখতেন। এর ফলে নবিজির সময় কালেই কুরআন মাজিদ লেখার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদার আমলেও বিশেষ গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজিদ লিখে রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ কারণে বর্তমানেও মুসলিম ছেলে-মেয়েদের কুরআন মাজিদ লেখার যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যিক। হাতের লেখা সুন্দর করা এবং মুখস্থ করা বিদ্যা দীর্ঘসময় ধরে মনে রাখার জন্য নিয়মিত লিখে রাখার কোনো বিকল্প নেই। তাই কুরআন মাজিদের কিছু অংশ লিখে শেখার জন্য নিয়ে কতিপয় সুরা উল্লেখ করা হলো।

୧ୟ ପାଠ

সুরাতুদ দুহা (৯৩), মক্কায় অবতীর্ণ
রুক্ম সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ [لَا] {١} وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ [لَا] {٢} مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ
وَمَا قَلَىٰ [ط] {٣} وَلَلأُخْرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ [ط] {٤}
وَلَسُوفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضِيٰ [ط] {٥} الْمُ
يَجْدُكَ يَتِيمًا فَأُولَىٰ [ص] {٦} وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ [ص]
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ [ط] {٧} فَامَّا الْيَتِيمَ فَلَا
تَقْهِرُ [ط] {٩} وَامَّا السَّاكِنَ فَلَا تَنْهَرُ [ط] {١٠} وَامَّا
بِنْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [ع] {١١}

৩য় পাঠ

সুরাতুল ইনশিরাহ (১৪), মকায় অবতীর্ণ
রংকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ [لَا] {١} وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ [لَا]
 {٢} الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ [لَا] {٣} وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ [ط]
 {٤} فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [لَا] {٥} إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [ط]
 {٦} فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبْ [لَا] {٧} وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ [ع]
 {٨}

৪থ পাঠ

সুরাতুত তিন (১৫), মকায় অবতীর্ণ
রংকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ [لَا] {١} وَطُورِ سِينِينَ [لَا] {٢} وَهَذَا
 الْبَلْدِ الْأَمِينِ [لَا] {٣} لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ

تَقْوِيمٍ [ن] {٤} ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ [ل] {٥} إِلَّا
 الَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلَاةَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
 مَمْنُونٍ [ط] {٦} فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالرِّيْنِ [ط] {٧}
 أَكْيَسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِيمِينَ [ع] {٨}

৫ম পাঠ

সুরাতুল আলাক (৯৬), মক্কায় অবতীর্ণ

রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা -১৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [ج] {١} خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
 عَلْقٍ [ج] {٢} إِقْرَأْ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ [ل] {٣} الَّذِي عَلِمَ
 بِالْقَلْمَنِ [ل] {٤} عَلِمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ [ط] {٥} كَلَّا إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لَيُظْغَى [ل] {٦} أَنْ رَأَهُ اسْتَغْنَى [ط] {٧} إِنَّ إِلَيْ
 رَبِّكَ الرُّجْعَى [ط] {٨} أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا [ل] {٩} عَبْدًا إِذَا

صَلَّى [ط] ﴿١٠﴾ أَرَعِيتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ [لا] ﴿١١﴾ أَوْ أَمْرَ
بِالْتَّقْوَىٰ [ط] ﴿١٢﴾ أَرَعِيتَ إِنْ كَذَبَ وَتَوَلَّ [ط] ﴿١٣﴾ أَكَمْ
يَعْلَمُ بِإِنَّ اللَّهَ يَرَى [ط] ﴿١٤﴾ كَلَّا لَيْنَ لَمْ يَنْتَهِ [٨]
لَنْسُفَعَامِبِالنَّاصِيَةِ [لا] ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٌ كَذِبَةٌ خَاطِئَةٌ [ج]
﴿١٦﴾ فَلِيَدْعُ نَادِيَهُ [لا] ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ [لا] ﴿١٨﴾
كَلَّا [ط] لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [السجدة] [ع] ﴿١٩﴾

৬ষ্ঠ পাঠ

সুরাতুল কাদর (৯৭), মুকায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [ج] ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ
الْقَدْرِ [ط] ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ [٨] خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ [ط] ﴿٣﴾

تَنَزَّلُ الْبَلِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِاذْنِ رَبِّهِمْ [ج] مِنْ كُلِّ اُمْرٍ [لَا]
 ۴ ﴿ سَلَمٌ [قف/] هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ [ع] ۵ ﴾

৭ম পাঠ

সুরাতুল বাযিনাত (১৮), মদিনায় অবতীর্ণ
রুকু সংখ্যা-০১, আয়াত সংখ্যা - ০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ
مُنْفَكِّيرِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ [لَا] ۱ ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ
يَتَلَوُا صُحْفًا مُّظَهَّرًا [لَا] ۲ ﴿ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمةٌ [ط] ۳ ﴾
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ
الْبَيِّنَةُ [ط] ۴ ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الَّذِينَ [٥] هُنَفَاءٌ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوَةَ وَذَلِكَ
دِينُ الْقَيِّمةُ [ط] ۵ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ

وَالْمُشْرِكُونَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا [ط] أُولَئِكَ هُمْ
شَرُّ الْبَرِّيَّةِ [ط] ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ [لا]
أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ [ط] ۗ جَزَّ أَوْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا
آبَدًا [ط] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [ط] ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
رَبَّهُ [ع] ۘ

অনুশীলনী

১। এককথায়/ একবাক্যে উত্তর দাও:

- ক) প্রয়োজনমত কুরআন মাজিদ মুখষ্ট করার হৃকুম কী?
- খ) ছোটকালে মুখষ্ট করাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
- গ) কারা আল্লাহ তাআলার আপনজন?
- ঘ) মানুষকে কিসের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে?
- ঙ) সুরাতুদ দুহা কোথায় নাজিল হয়েছে?
- চ) সুরাতুল ইনশিরাহ কত আয়াত বিশিষ্ট?
- জ) ওطুর সৈনিন্দের পরের আয়াতটি কী?
- ঝ) সুরাতুত তিন কুরআন মাজিদের কততম সুরা?

এ৩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى کোন সুরার আয়াত?

- চ) সুরাতুল আলাকের রংকু সংখ্যা কত?
- ছ) সুরাতুল আলাকের ৫ম আয়াতটি কী?
- জ) সুরাতুল কাদরের শেষ আয়াতটি কী?
- ঝ) সুরাতুল বাযিনাত কোথায় নাজিল হয়?
- ঞ) فِيهَا كُتُبٌ قِيمَةٌ কোন সুরার আয়াত?

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

- ক) কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা কর।
- খ) কুরআন মাজিদ মুখস্থ করার ফজিলত সম্পর্কে একটি হাদিস আরবিতে লেখ।
- গ) সুরাতুদ্দুহার প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।
- ঘ) সুরাতুল ইনশিরাহ হরকতসহ মুখস্থ লেখ।
- ঙ) সুরাতুত তিনের প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।
- চ) সুরাতুল আলাকের ৬ থেকে ৯ নং আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।
- ছ) সুরাতুল বাইয়িনাতের ৪ ও ৫নং আয়াত হরকতসহ মুখস্থ লেখ।
- জ) সুরাতুদ্দুহা হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।
- ঝ) সুরাতুত তিনের ৬ থেকে ৮নং আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।
- ঞ) সুরাতুল আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।
- ট) সুরাতুল কাদর হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।
- ঠ) সুরাতুল বাযিনাতের ৭ ও ৮নং আয়াত হরকতবিহীন মুখস্থ লেখ।
- ড) কুরআন মাজিদ লেখার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর:

- ক) প্রয়োজন পরিমাণফরজে আইন।
- খ) মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হলেন.....বাহক।
- গ) রঞ্জিত বিদ্যা লিখে রাখার ব্যবস্থা করা হলে..... হয়।

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ঘ) وَوَجَلَكَ فَهَلْدِي | ঙ) وَضَعْنَا عَنْكَ |
| চ) فَإِذَا فَأْنَصَبْ | ছ) نَاصِيَةٌ كَذِبَةٌ |
| জ) وَإِلَيْ فَأْرَغَبْ | ঝ) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ |

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقُدْرِ (ۖ) عَلَمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (۷)

ذَلِكَ لِمَنْ رَبَّهُ (۸) رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتَلَوَّ ... مُظَهَّرٌ (۹)

৪ | নিচের আয়াতগুলোতে হরকত প্রদান কর :

- أ) والضحى واليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللاخرة خير لك من الاولى
- ب) فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك
فارغب
- ج) الا الذين امنوا وعملوا الصالحة فلهم اجر غير ممنون فيما يكذبوا بعد بالدين
اليس الله باحکم الحکمین
- د) اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم
بالقلم علم الانسان ماللم يعلم
- ه) ارعيت الذي ينهى عبادا اذا صلي ارعيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارعيت
ان كذب وتولى المعلم بان الله يرى كل لئن لم ينته لنسعها بالناصية ناصية
كافذبة خاطئة
- و) تنزل الملائكة والروح فيها بأذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر
- ز) وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويعطوا الزكوة
وذلك دين القيمة
- ح) جزاؤهم عند ربهم جنت عدن تجري من تحتها الانهر خالدين فيها ابدا رضي
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه -

৫। সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ :

- ক) সুরাতুদ দুহা কোথায় নাজিল হয়েছে? মকায়/ মদিনায়/ হিজাজে ।
 খ) সুরাতুদ দুহা কত আয়াত বিশিষ্ট? ১০/১১/১২ ।
 গ) কোন সুরাটি মদিনায় অবতীর্ণ? তিন/ দুহা/ বায়িনাত ।
 ঘ) কোন সুরার আয়াত? আলাক/ তিন/ ইনশিরাহ ।
 ঙ) সুরা কাদর কুরআন মাজিদের কততম সুরা? ৯৬/৯৭/৯৮ ।

৬। ডান পাশের আয়াতের অংশের সাথে বাম পাশের আয়াতের অংশের মিল কর:

বাম	ডান	ক্রমিক নং
اللَّهُ يَرِى	وَسَوْفَ يُغْطِي	১
بِأَحْكَمِ الْحَكَمَيْنَ	وَأَمَّا يِنْعَمِ رَبِّكَ	২
لَيْلَةُ الْقُدْرِ	فَإِنَّ مَعَ الْعُشْرِ	৩
رَبُّكَ فَتَرَضَى	لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا سَانَ	৪
يَشْتُرُوا صُحْفًا مُظْهَرًةً	أَلِيَسَ اللَّهُ	৫
قَيْمَةً	الَّذِي عَلِمَ	৬
يُشَرِّا	الَّمَّا يَعْلَمُ بِأَنَّ	৭
بِالْقَلْمِ	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي	৮
فِي أَخْسَنِ تَقْوِيمٍ	رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ	৯
فَحَدَثَ	فِيهَا كُتبٌ	১০

৬। বিশুদ্ধভাবে মুখ্য বল:

- ক) সুরাতুদদুহা ।
 খ) সুরাতুল ইনশিরাহ ।
 গ) সুরাতুত তিন ।
 ঘ) সুরাতুল আলাক ।
 ঙ) সুরাতুল কাদর ।
 চ) সুরাতুল বায়িনাত ।

৩য় অধ্যায়

অর্থ শেখা

শিক্ষক নির্দেশিকা :

শিক্ষক মহোদয় অর্থ শেখানোর পূর্বে সুরা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিবেন। অতঃপর প্রতিদিন ১টি করে আয়াতের অর্থ শেখাবেন। অথবে আয়াতটির প্রত্যেকটি শব্দের শাব্দিক অর্থ শিখাবেন। অতঃপর সরল অনুবাদ শেখাবেন। এভাবে সুরাটি শেষ হলে পূর্ণ সুরার অর্থ মুখ্য করাবেন।

১ম পাঠ

কুরআন মাজিদের অর্থ শেখার গুরুত্ব

কুরআন মাজিদ আল্লাহ তাআলার বাণী। ইহা মানুষের জীবনবিধান। তাইতো আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদ সম্পর্কে বলেছেন **هُدًى لِّلنَّاسِ** - কুরআন মাজিদ মানব জাতির জন্য পথ নির্দেশিকা। কিন্তু কুরআন মাজিদকে আমাদের পথ নির্দেশিকা বানাতে হলে তা পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে। এক্ষেত্রে কুরআন মাজিদের অর্থ জানার বিকল্প নেই। কারণ কুরআন মাজিদ শুধু তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে আসেনি, বরং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করাই হলো মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জন্য উলামায়ে কেরাম বলেন, সমস্ত কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা ফরজে কেফায়া। তাই সাধ্যমত কুরআন মাজিদের অর্থ জানা আমাদের কর্তব্য। অন্যথায় কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জিন্দেগি গড়ার স্বপ্ন হবে সুদূর পরাহত। কুরআন মাজিদ অর্থসহ বুঝা এবং তা নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার ভাগিদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا .

তারা কি কুরআন মাজিদ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে না। নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ করা হয়েছে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ

আর আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ?

বস্তুত কুরআন মাজিদ থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে তার অর্থ শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হ্যরত আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, রাসূল (صلوات الله عليه وآله وسلام) বলেন-

أَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكَرِيمِ الْبَرَّةِ

কুরআন পাঠে অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাশর হবে অহি লেখক সম্মানিত সাহাবাগণের সাথে।

হযরত উসমান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, মহানবি (ﷺ) বলেন - **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلَمَهُ تَوْمَادِئِرَهُ** যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

বলাবাহুল্য, কুরআন শিক্ষা শুধু তেলাওয়াত শিক্ষাকেই বুঝায় না বরং অর্থ শেখা ও ব্যাখ্যা শেখাও এর মধ্যে শামিল। তাই, কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে কুরআনের অর্থ শেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২য় পাঠ

সুরাতুল ফাতিহা (০১), মুকায় অবতীর্ণ

রংকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৭

শাব্দিক অর্থ :

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
بِسْمِ	নামে	اللَّهُ	আল্লাহর
الرَّحْمَنِ	পরম করুণাময়	الرَّحِيمِ	অসীম দয়ালু
الْكَبِيرُ	সমস্ত প্রশংসা	إِلَهٌ	আল্লাহর জন্য
رَبِّ	প্রতিপালক	الْعَلَيِّينَ	জগতসমূহের
الرَّحْمَنِ	পরম করুণাময়	الرَّحِيمِ	অসীম দয়ালু
مُلْكٌ	মালিক	يَوْمٌ	দিবস
الدِّينِ	প্রতিফল, বিচার	إِيَّاكَ	তোমারই
تَعْبُدُ	আমরা এবাদাত করি	وَإِيَّاكَ	এবং তোমারই (নিকট)
نَسْتَعِينُ	আমরা সাহায্য চাই	إِهْرَ	দেখাও
نَا	আমাদেরকে	الصِّرَاطٌ	পথ
الْمُسْتَقِيمُ	সহজ-সরল	صِرَاطٌ	পথ
الَّذِينَ	যাদেরকে, যারা	أَنْعَمْتَ	তুমি অনুগ্রহ করেছ

عَلَيْهِمْ	যাদের উপর	غَيْرٌ	নয়, ব্যতীত
الْمَغْضُوبُونَ	অভিশপ্ত	عَلَيْهِمْ	যাদের উপর
وَلَا	এবং নয়	الضَّالُّينَ	পথভ্রষ্ট

সরল বাংলা অনুবাদ:

অনুবাদ	আয়াত
পরম করণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [۱]
যিনি পরম করণাময়, অসীম দয়ালু।	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [۲]
প্রতিফল দিবসের মালিক।	مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ [۳]
আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [۴]
আমাদের সরল পথ দেখাও।	إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [۵]
এমন লোকদের পথ যাদেরকে তুমি অনুহাত করেছ।	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [۶]/[۷]
তাদের পথ নয়; যারা অভিশপ্ত আর যারা পথভ্রষ্ট।	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالُّينَ [۸]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

সুরাতুল ফাতিহা মক্কা শরিফে অবতীর্ণ হয়েছে। সুরাটিতে ১টি রূক্তি ও ৭টি আয়াত রয়েছে। আরবিতে ফাতিহা (فَاتِحَة) শব্দের অর্থ হলো— সূচনাকারী, উম্মোচনকারী। যেহেতু এ সুরা দ্বারা পবিত্র কুরআন শুরু করা হয়েছে, এজন্য এ সুরাকে ফাতিহা তথা সূচনাকারী হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এ সুরার আরো অনেক নাম রয়েছে। যেমন: সুরাতুল হামদ, উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব, সাবউল মাছানি ইত্যাদি। এ সুরার সাতটি আয়াতের প্রথম তিনটিতে

আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, পরের চারটি আয়াতে আল্লাহর নিকট বান্দার প্রার্থনা তুলে ধরা হয়েছে। সুরাটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। নামাজে এ সুরা তেলাওয়াত না করলে নামাজ হয় না। হাদিসে এসেছে- **صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** অর্থাৎ, যে সুরাতুল ফাতিহা পড়ে না, তার নামাজ হয় না। তবে ইমামের পিছনে থাকলে মুজাদিকে এসুরা তেলাওয়াত করতে হবে না। কেননা, ইমামের তেলাওয়াতই মুজাদির জন্য যথেষ্ট। সুরাতুল ফাতিহা দ্বারা রাসূল সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম ঝাড়-ফুক করতেন। এজন্য একে সুরাতুশ শিফা বা রোগ-মুক্তির সুরা বলা হয়। যেমন: হাদিসে আছে-

فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شَفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ (شعب الایمان)

সুরাতুল ফাতিহায় প্রত্যেক রোগের আরোগ্য রয়েছে।

৩য় পাঠ

সুরাতুল ইখলাস (১১২), মকায় অবর্ত্তন

রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা : ০৪

শাব্দিক অর্থ:

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বল	هُوَ	তিনি
اللهُ	আল্লাহ	أَحَدٌ	এক
اللهُ	আল্লাহ	الصَّمَدُ	অমুখাপেক্ষী
لَمْ يَلِدْ	তিনি জন্ম দেননি	وَلَمْ يُوْلَدْ	তাঁকে কেউ জন্ম দেয় নি
وَلَمْ يَكُنْ	হয় না	لَهُ	তাঁর জন্য
كُفُوا	সমকক্ষ	أَحَدٌ	কেউ

সরল বাংলা অনুবাদ:

অনুবাদ	আয়াত
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বল, আল্লাহ এক	قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ [ج] (১)
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী	اللّٰهُ الصَّمِدُ [ج] (২)
তিনি জন্মান করেননি এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি	لَمْ يَلِدْ [ج] وَلَمْ يُوْلَدْ [ج]
তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ [ج]

সুরাতুল ইখলাস সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা :

এ সুরাটি মক্কা শরিফে অবর্তীর্ণ হয়। সুরাটিতে ১টি রূকু এবং ৪টি আয়াত আছে। ইখলাস (إخلاص) অর্থ খাঁটি বা নির্ভেজাল। এ সুরাতে নির্ভেজাল তাওহিদের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য সুরাটির নাম এরূপ হয়েছে।

জনৈক মুশরিক রাসুলুল্লাহ সা. কে আল্লাহ তাআলার বৎশ পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। এ প্রশ্নের উত্তরে সুরাটি নাজিল হয় এবং বলে দেয়া হয় যে, আল্লাহ তাআলা এক। তিনি কারো উপর নির্ভর করেন না। তিনি কারো বাপ বা সন্তান নন। অতএব, তাঁর বৎশ পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন অবাঞ্ছন। তাঁর সমকক্ষ বা সমতুল্য কোনো কিছু নেই। এ সুরা তেলাওয়াত করলে গোটা কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের তিন ভাগের এক ভাগ সাওয়াব পাওয়া যায়।

৮র্থ পাঠ

সুরাতুল ফালাক (১১৩), মক্কায় অবর্তীণ

রূকু: ০১, আয়াত সংখ্যা: ০৫

শাব্দিক অর্থ :

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বল	أَعُوذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	প্রতিপালকের নিকট	الْفَلَقِ	উষার, ভোরের
مِنْ	হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
مَا	যা	خَلَقَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন

وَمِنْ	আর হতে	شَرٍّ	অনিষ্ট
غَاسِقٍ	গাঢ় অঙ্ককার	إِذَا	যখন
وَقَبْ	ঘনিভূত হয়	وَمِنْ	আর হতে
شَرٍّ	অনিষ্ট	النَّفْثَةُ	ফুৎকারকারিণী
فِي	মধ্যে	الْعَقْدِ	গিঁট
وَمِنْ	আর হতে	شَرٍّ	অনিষ্ট
حَاسِبٍ	হিংসুকের	إِذَا	যখন
حَسَدَ	সে হিংসা করে		

সরল বাংলা অনুবাদ:

অনুবাদ	আয়াত
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বল, আমি উষার প্রভুর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾
আর রাতের গাঢ় অঙ্ককারের অনিষ্ট হতে যখন তা ঘনিভূত হয়	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ ﴿٣﴾
আর গিঁটে ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে	وَمِنْ شَرِّ النَّفْثَةِ فِي الْعَقْدِ ﴿٤﴾
আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে	وَمِنْ شَرِّ حَاسِبٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

৫মে পাঠ

সুরাতুন নাস (১১৮), মক্কায় অবর্তীণ
রুকু: ০১, আয়াত সংখ্যা: ০৬

শাব্দিক অর্থ:

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	বল	أَعُوذُ	আমি আশ্রয় চাই
بِرَبِّ	প্রভুর নিকট	النَّاسِ	মানুষের
مَلِكٍ	মালিক	النَّاسِ	মানুষের
إِلَهٍ	উপাস্য / মারুদ	النَّاسِ	মানুষের
مِنْ	হতে	شَرِّ	অনিষ্ট
الْوَسْوَاسِ	কুম্ভণাদাতা	الْخَنَّاسِ	আতাগোপনকারী
الَّذِي	যে	يُوْسُوسُ	কুম্ভণা দেয়
فِي	মধ্যে	صُدُورٍ	অন্তর
النَّاسِ	মানুষের	مِنْ	হতে
الْجِنَّةِ	জিন	وَالنَّاسِ	আর মানুষ

সুরল বাংলা অনুবাদ:

অনুবাদ	আয়াত
পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি মানুষের প্রভুর কাছে	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [۱] (۱)
মানুষের মালিকের কাছে	مَلِكِ النَّاسِ [۱] (۲)
মানুষের ইলাহ বা মাঝের কাছে	إِلَهِ النَّاسِ [۱] (۳)
আত্মগোপনকারী কুমক্ষণাদাতার অনিষ্ট থেকে	مِنْ شَرِّ الْوَسَاسِ [۸] الْخَنَّاسِ [ص] (۴)
যে মানুষের অন্তরে কুমক্ষণা দেয়	الَّذِي يُؤْسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ [۵] (۵)
এরা জিন ও মানুষের থেকে।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ [۴] (۶)

সুরাতুল ফালাক ও সুরাতুন নাস নাজিল হওয়ার ঘটনা :

বনু জুরাইফ গোত্রের লাবিদ বিন আসিম একবার রাসুলুল্লাহ সা. কে যাদু করে। সে রাসুলুল্লাহ সা. এর ব্যবহৃত চিরুণী গোপনে সংগ্রহ করে। তাতে তাঁর চুল পেঁচিয়ে খেজুরের থোকের গিলাফের আবরণ দিয়ে যারওয়ান নামক কুপের তলায় ফেলে রাখে। ফলে রাসুলুল্লাহ সা. পীড়ায় আক্রান্ত হন। অহির মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে তিনি লোক দিয়ে কৃপ থেকে যাদুর গিরা দেয়া তাবিজটি তুলে আনেন। ঐ তাবিজে ১১টি গিরা ছিল। সুরাতুল ফালাক ও সুরাতুন নাসে ১১টি আয়াত আছে। তিনি এক একটি আয়াত পড়ে ফুঁ দিলেন আর এক একটি গিরা খুলে গেল। সকল গিরা খুলে গেলে তিনি সুস্থ হলেন। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য এ সুরাদ্বয় সর্বোৎকৃষ্ট।

অনুশীলনী

১. এককথায়/একবাক্যে উত্তর দাও:

- ক. কুরআন মাজিদের অর্থ জানার হকুম কী?
- খ. সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?
- গ. কুরআন মাজিদ শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
- ঘ. সুরাতুল ফাতিহা কোথায় নাজিল হয়েছে?
- ঙ. সুরাতুল ফাতিহার আয়াত সংখ্যা কত?
- চ. কোন সুরা না পড়লে নামাজ হয় না?
- ছ. সুরাতুল ইখলাসে কিসের কথা বলা হয়েছে?
- জ. সুরাতুল ইখলাস তেলাওয়াত করলে কত সোয়াব হয়?
- ঝ. কে রাসূল সা. কে যাদু করেছিল?
- ঝঃ. যাদুর তাবিয়ে কয়টি গিট ছিল?

২. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ক. সুরাতুল ফাতিহার নামকরণের তাৎপর্য লেখ।
- খ. সুরাতুল ফাতিহার গুরুত্ব আলোচনা কর।
- গ. সুরাতুল ফাতিহার অনুবাদ লেখ।
- ঘ. সুরাতুল ইখলাস কেন নাজিল হয়?
- ঙ. সুরাতুল ইখলাসের তাৎপর্য লেখ।
- চ. সুরাতুল ইখলাসের অনুবাদ লেখ।
- ছ. সুরাতুল ফালাক ও সুরাতুল নাস কী উপলক্ষে নাজিল হয় ?
- জ. সুরাতুল ফালাকের অনুবাদ লেখ।
- ঝ. সুরাতুন নাসের অনুবাদ লেখ।

৪ৰ্থ অধ্যায়

তাজভিদ

শিক্ষক নির্দেশিকা :

শিক্ষক মহোদয় তাজভিদের নিয়ম বা কায়দাগুলো পড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা কায়দাগুলো প্রয়োগ করে শুন্ধ উচ্চারণ করতে পারে কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবং বোর্ডে বেশি বেশি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়ে দিবেন।

১ম পাঠ

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব ও ফজিলত

তাজভিদের পরিচয়: تجوییں শব্দটি ۱۹۷۳ মূল থেকে গঠিত। যার শাব্দিক অর্থ সুন্দর করা। যে নিয়ম-কানুন মেনে কুরআন তেলাওয়াত করলে তেলাওয়াত সুন্দর ও শুন্ধ হয় তাকে ইলমে তাজভিদ বলে। তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করা সকল আলিমের ঐকমত্যে ফরজ।

ইলমে তাজভিদের গুরুত্ব : মহাত্ম্ব আলকুরআন আল্লাহ তাআলার চিরস্তন বাণী। এতে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সার্বিক দিক নির্দেশনা রয়েছে। নিয়মিত বিশুন্ধ উচ্চারণে কুরআন মাজিদ পাঠ করা সকল মুসলিমের একান্ত কর্তব্য। অশুন্ধভাবে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করা বৈধ নয়। কারণ তাতে উচ্চারণ ও অর্থের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হাদিস শরিফে আছে-

رَبِّ تَالِ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ (كذا في الإحياء عن أنس رضي)

অর্থ : কুরআনের অনেক পাঠক আছ, কুরআন তাদের অভিশাপ দেয়। কুরআন মাজিদ সহিহভাবে তেলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন-**وَرَتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا** (সূরা মিমল)

আপনি তারতিল সহকারে কুরআন তেলাওয়াত করুন। তারতিল অর্থ হলো- সহিহভাবে আস্তে আস্তে কুরআন মাজিদ পাঠ করা। শুন্ধরূপে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য ইলমে তাজভিদ আপনি শিক্ষা করা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তাই আমাদের আরবি হরফের মাখরাজ, ছিফাত, নুন সাকিন ও তানভিনের আহকাম ইত্যাদি নিয়ম-কানুন জানা দরকার। যাতে হরফের সঠিক উচ্চারণ করে সহিত্বাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যায়।

২য় পাঠ

মাখরাজের বিবরণ

মাখরাজ (خمر) শব্দটি আরবি। মাখরাজের শাব্দিক অর্থ হলো- বের হওয়ার স্থান, নির্গমনস্থল। ইলমে তাজভিদের পরিভাষায়- আরবি হরফসমূহের উচ্চারণ স্থানকে মাখরাজ বলা হয়। অর্থাৎ, যে সব স্থান থেকে আরবি ২৯টি অক্ষর উচ্চারিত হয় ঐসব স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

আরবি মোট ২৯টি হরফ মোট ১৭টি মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। কোনো মাখরাজ হতে একটি হরফ, কোনো মাখরাজ হতে দুটি হরফ, আবার কোনো মাখরাজ হতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। মাখরাজ জানার পদ্ধতি হলো, যে হরফের মাখরাজ জানা দরকার, সে হরফের পূর্বে একটি হরকতওয়ালা হাময়া (ـ) এনে উক্ত হরফে জয়ম (ـ/ ـ) দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। হরফের উচ্চারণ যে স্থানে গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে, এই স্থানই উক্ত হরফের মাখরাজ বলে পরিগণিত হবে। যেমন: ْثـ-أـ-مـ

নিম্নে আরবি হরফসমূহের মাখরাজগুলো বর্ণনা করা হলো-

১ নম্বর মাখরাজ- হালক তথা কষ্টনালীর শুরু হতে ـ، ــ উচ্চারিত হয়। যেমন: ـــــ

২ নম্বর মাখরাজ- হালক তথা কষ্টনালীর মাঝখান হতে ـــ ـ ـ উচ্চারিত হয়। যেমন: ـــــ

৩ নম্বর মাখরাজ- হালক তথা কষ্টনালীর শেষভাগ হতে ــــ ـ ـ উচ্চারিত হয়। যেমন: ـــــ

৪ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়া ও তার বরাবর তালুর সঙ্গে লেগে উচ্চারিত হয়। যেমন: ــــ

৫ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগের স্থান সেই সোজা উপরের তালুর সঙ্গে লেগে উচ্চারিত হয়। যেমন: ـــ

৬ নম্বর মাখরাজ- জিহ্বার মাঝখান সেই বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লেগে জـ ــ

উচ্চারিত হয়। যেমন: ـــــ

- ৭ নম্বর মাখরাজ-** জিহ্বার গোড়ার কিনারা উপরের মাড়ির দাঁতের সাথে লেগে চ উচ্চারিত হয়। যেমন: চুঁ
- ৮ নম্বর মাখরাজ-** জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লেগে প উচ্চারিত হয়। যেমন: পী
- ৯ নম্বর মাখরাজ-** জিহ্বার আগা সেই বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে ত উচ্চারিত হয়। যেমন: নী
- ১০ নম্বর মাখরাজ-** জিহ্বার মাথার উল্টো দিক সেই বরাবর উপরের তালুর সাথে লেগে, উচ্চারিত হয়। যেমন: ঝী
- ১১ নম্বর মাখরাজ-** জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ায় লেগে ত উচ্চারিত হয়। যেমন: ঝী-ঢ়া-ঠ
- ১২ নম্বর মাখরাজ-** জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সাথে লেগে . জ উচ্চারিত হয়। যেমন: আস্সু
- ১৩ নম্বর মাখরাজ-** জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ত উচ্চারিত হয়। যেমন: ঝী-ঢ়া-ঠ
- ১৪ নম্বর মাখরাজ-** নিচের ঠোঁটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সাথে লেগে ত উচ্চারিত হয়। যেমন: ফ
- ১৫ নম্বর মাখরাজ-** দুই ঠোঁটের মাঝখান হতে ব ম উচ্চারিত হয়। যেমন: ওআৰ্মা
- ১৬ নম্বর মাখরাজ-** মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। যেমন: খুঁ খুঁ
- ১৭ নম্বর মাখরাজ-** নাকের বাঁশি হতে গুঘাহ উচ্চারিত হয়। যেমন: মুঁ পুঁ-ণ

ত্রয় পাঠ

মাদের বিবরণ

মাদ (مَدْ) আরবি শব্দ। এশদের শান্তিক অর্থ হলো-দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজভিদের পরিভাষায়- মাদ হলো কুরআন মাজিদের অক্ষরগুলোকে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে দীর্ঘস্থরে উচ্চারণ করে পাঠ করা।

মাদের হরফ তিনটি। যথা:

১. আলিফ (ا) : যখন খালি থাকে অর্থাৎ হরকতমুক্ত থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে যবর

থাকে। যেমন: **لِقَّ**

২. ওয়াও (و) : যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে পেশ থাকে। যেমন: **أُلْوَّ**

৩. ইয়া (ي) : যখন সাকিন থাকে এবং তার ডানের অক্ষরে যের থাকে। যেমন: **قِيْلَ**

মাদের পরিমাণ:

মাদ ১ থেকে ৪ আলিফ পর্যন্ত দীর্ঘ করা যায়। ২টি হরকত একসাথে উচ্চারণ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে তাকে ১ আলিফ বলা হয়। যেমন- **ر+ر** বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় তাই হলো এক আলিফ পরিমাণ সময়। অথবা, হাতের একটি আঙুল সোজা অবস্থা থেকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ, দুটি আঙুল বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে দু আলিফ বলা হয়। এভাবে তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

মাদ অনেক প্রকার। এখনে শুধু পাঁচ প্রকার মাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। বাকি প্রকারগুলো পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করা হবে।

১. **মাদে আসলি (مَدْ أَصْلَى):** যবরওয়ালা অক্ষরের পর খালি আলিফ, পেশওয়ালা অক্ষরের পর সাকিনওয়ালা ওয়াও এবং যেরওয়ালা অক্ষরের পর সাকিনওয়ালা ইয়া হলে তাকে মাদে আসলি বলা হয়। এরূপ মাদকে এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। এছাড়াও কোন হরফে খাড়া যবর, খাড়া যের ও উল্টা পেশ হলে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। মাদে আসলিকে মাদে তবায়ি বা মাদে জাতি বলা হয়।

যেমন: **ذِلْكَ-بِهِ-لَهُ-بُو-بِي-بَا**

২. **মাদ্দে মুভাসিল (مَذْمُونَةً)**: মাদ্দের হরফের পরে একই শব্দে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুভাসিল বলে। ইহা চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন: أُولَئِكَ
৩. **মাদ্দে মুনফাসিল (مَذْمُونَةً)**: মাদ্দের হরফের পরে পরবর্তী শব্দের প্রথমে হামজা হলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বলে। মাদ্দে মুনফাসিল তিন আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। যেমন: كَمَا مَنْ قُتِلَ أَذْلِكَ - وَمَا أَذْلِكَ
৪. **মাদ্দে আরেজি (مَذْعُورَةً)**: মাদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ করলে তাকে মাদ্দে আরেজি বলে। এমতাবস্থায় মাদ্দের হরফের ডান দিকের হরকতকে তিন আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন: أَعْدَثُ لِلْكُفَّارِ بَنِي هَلْبُونَ
৫. **মাদ্দে লিন (مَذْلُونَةً)**: লিনের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ করলে তাকে মাদ্দে লিন বলে। লিনের হরফের ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়। (ওয়াও বা ইয়া সাকিন হয়ে পূর্বে যবর হলে তাকে হরফে লিন বলে।) যেমন: وَالصَّيْفِ - مِنْ خَوْفِ

৪৬ পাঠ

নুন সাকিন ও তানভিনের বিবরণ

নুন হরফের উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন ($\ddot{\text{ن}}\text{ـ}\text{س}\text{ـ}\text{ك}\text{ـ}\text{ي}\text{ـ}\text{ن}$) বলে, আর দুই যবর, দুই যের ও দুই পেশকে তানভিন ($\ddot{\text{ن}}\text{ـ}\text{و}\text{ـ}\text{ي}\text{ـ}\text{ن}$) বলে।

নুন সাকিন (১) কে তার পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে উচ্চারণ করতে হয়। নুন সাকিন কখনো পৃথকভাবে একাকি উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন: নুন সাকিন (১) এরসাথে মিলে বান (১১) হয়েছে।

অনুরূপ তানভিনকে কোনো হরফের সাথে যুক্ত না করে উচ্চারণ করা যায় না। তানভিনকে সর্বদা কোনো হরফের সাথে যুক্ত করে উচ্চারণ করতে হয়, এ অবস্থায় তানভিনে একটি গুণ নুন উচ্চারিত হয়। যেমন: بِـ بِـ بِـ

উক্ত তিনটি উদাহরণে একটি নুন গুপ্ত রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ হলো **بْنُ بْنُ بْنُ**
নুন সাকিন ও তানভিন চার নিয়মে পাঠ করা হয়। যথা:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ১. ইজহার(إِجْهَارٌ) | ২. ইকলাব(إِقْلَابٌ) |
| ৩. ইদগাম(إِدْعَامٌ) | ৪. ইখফা(إِخْفَاءٌ) |

নিম্নে নুন সাকিন ও তানভিনের প্রকারগুলো আলোচনা করা হলো।

১. ইজহার (إِجْهَارٌ) :

ইজহারের শাব্দিক অর্থ- স্পষ্ট করে পাঠ করা। পরিভাষায়, নুন সাকিন ও তানভিনের পরে
হরফে হালকি তথা **غ ع ح ۴** এ ছয়টি হরফের কোনো একটি হরফ আসলে নুন
সাকিন ও তানভিনকে গুলাহ ছাড়া খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করাকে ইজহার বলা হয়।
যেমন: **مُنْ عَلَىٰ - لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ**

উল্লেখ্য যে, নুন সাকিন ও তানভিনের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নুন সাকিন ওয়াকফ
ও ওয়াসল উভয় অবস্থায় উচ্চারিত হয়। আর তানভিন কখনো ওয়াকফ অবস্থায় উচ্চারিত
হয় না; বরং তা এ অবস্থায় সাকিন হয়ে যায়।

২. ইকলাব (إِقْلَابٌ) :

ইকলাবের অর্থ - পরিবর্তন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ঃ) হরফ আসলে
নুন সাকিন ও তানভিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে উচ্চারণ করাকে ইকলাব বলা
হয়। এ অবস্থায় নুন সাকিন ও তানভিনকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ গুলাহ করে পাঠ
করতে হয়। যেমন: **كَرَأْمٍ بَرَزَةٍ** - **مِنْ بَعْضٍ - كَرَأْمٍ بَرَزَةٍ**

৩. ইদগাম (إِدْعَامٌ) :

ইদগামের অর্থ- মিলিত করা। কোনো শব্দের শেষ ভাগে নুন সাকিন বা তানভিন আসলে
এবং তার পরবর্তী শব্দের প্রথম হরফটি **يَرْمَلُونَ** তথা **ي - ر - م - ل** ও **ي - ر - م - ل** এ ছয়টি হরফের
কোনো একটি হরফ হলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভিনকে পরবর্তী হরফের সাথে মিলিয়ে
পাঠ করাকে ইদগাম বলে। যেমন: **عَلَىٰ إِلَيْهِمْ - عَلَىٰ إِلَيْهِمْ**

ইদগাম দুই প্রকার। যথা:

ক. ইদগাম বিল গুলাহ (إِذْغَامٌ بِالْغُلْنَةِ): নুন সাকিন ও তানভিনের পর ইদগামের চারটি হরফ তথা ৩ ০ ৫ ২ এর কোনো একটি হরফ আসলে গুলাহসহ মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বিল গুলাহ বলে। যেমন: مَنْ يُؤْمِنْ—بَشِّرْهُ أَوْ نَذِيرًا

খ. ইদগাম বিলা গুলাহ (إِذْغَامٌ بِالْغُلْنَةِ): নুন সাকিন ও তানভিনের পর ইদগামের দুটি হরফ তথা ১ ৪ এর কোনো একটি হরফ আসলে গুলাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বিলা গুলাহ বলা হয়।

যেমন: مَنْ رَحْمَةً—نَذِيرًا

৮. ইখফা (إِخْفَاء):

ইখফা অর্থ- গোপন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইখফার নির্দিষ্ট কোনো হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানভিনকে গুলাহর সাথে গোপন করে পাঠ করতে হয়, একে ইখফা বলা হয়। ইখফার হরফ ১৫টি। যথা:

كَنْثُ تُرَابًا—مَنْ كَسَبَ—ثَمَنًا قَلِيلًا—

ম্যে পাঠ মিম সাকিনের বিবরণ

মিম (م) হরফের উপর জ্যম বা সাকিন হলে তাকে মিম সাকিন (مِيمُ سَاكِنَةً) বলে। এরূপ মিম সাকিন তিন নিয়মে পাঠ করতে হয়। অর্থাৎ, মিম সাকিন উচ্চারণ করার নিয়ম তিন প্রকার। যথা:

১. ইজহার (إِجْهَار)
২. ইদগাম (إِذْغَام)
৩. ইখফা (إِخْفَاء)

নিম্নে মিম সাকিন পঠনপদ্ধতির প্রকারগুলো আলোচনা করা হলো—

১. ইজহার (إِجْهَار): মিম সাকিনের পরে বা (ب) এবং মিম (م) ব্যতীত বাকি হরফ সমূহের কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত মিম সাকিনকে ইজহার বলা হয়। এরূপ মিম সাকিনকে স্পষ্ট করে পাঠ করতে হয়। যেমন: **عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ - أَلْمَ تَعْلَمْ**

২. ইদগাম (إِدْغَام): মিম সাকিনের পরে অন্য একটি হরকতযুক্ত মিম (م) আসলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে মিলিয়ে গুন্নাহ সহকারে পাঠ করাকে ইদগাম বলা হয়। যেমন: **عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ**

৩. ইখফা (إِخْفَاء): মিম সাকিনের পরে বা (ب) হরফ আসলে ঐ মিম সাকিনকে গুন্নাহ সহকারে উচ্চারণ করাকে ইখফা বলা হয়। এরূপ মিম উচ্চারণকালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে কিন্ধিত গুন্নাহ লোপ পায় এবং এরূপ মিমকে এক আলিফ হতে দেড় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে ইখফায়ে শাফাতি বলা হয়। যেমন: **مَا لَهُمْ بِذلِكَ - عَلَيْهِمْ بِسُلْطَنٍ**

৬ষ্ঠ পাঠ

ওয়াজিব গুন্নাহ

ওয়াজিব গুন্নাহ :

হরকতের বামে অবস্থিত নুন ও মিম অক্ষরে তাশদিদ যুক্ত হলে উক্ত নুন ও মিম কে গুন্নাহ করে পড়তে হয়। একে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়।

ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ হয়। ওয়াজিব গুন্নাহ যথানিয়মে আদায় করা অত্যাবশ্যক। ওয়াজিব গুন্নাহ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করা না হলে তেলাওয়াত সহিহ হবে না। ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব গুন্নাহ পরিহার করা হারাম।

উদাহরণ-

فَلَيْلًا أَخْسَئْ - ثُمَّ - كُنَّا

৭ম পাঠ

র (রা) হরফপড়ার বিবরণ

, (রা) অক্ষরকে দু'নিয়মে পড়তে হয়। যথা: পোর ও বারিক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক) , - (রা) হরফ পাঁচ অবস্থায় পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়।

(১) , হরফে পেশ বা যবর থাকলে। যেমন- **رَبْتٌ**-

(২) , হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যবর বা পেশ হলে। যেমন- **رُزْتُمْ** - **دُرْ**

(৩) হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আরেয়ি যের হলে। আরেয়ি যের মূলত যের নয়, বরং সাকিন হরফকে মিলিয়ে পড়ার জন্য আসে। যেমন- **إِلَيْنِيْ اِرْتَضَى**

(৪) হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে যের ও পরের হরফ হরফে মুন্তালিয়ার কোন একটি হলে। হরফে মুন্তালিয়া ৭টি। যথা: **خ ص ض غ ط ق مْصَادْ قْطَاسْ**

(৫) ওয়াকফের দরুণ , হরফ সাকিন অবস্থায় তার পূর্বে **ي** ছাড়া অন্য হরফ সাকিন বিশিষ্ট হলে এবং সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডান দিকের হরফে যবর বা পেশ থাকলে। যেমন- **لِفِيْ خُسْرِيْ-مِنْ كُنْ أَمْرِ**

খ) , হরফ চার অবস্থায় বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয়। যথা-

(১) হরফে যের হলে। যেমন , **الْقَارِعَةُ- قَرِيبُ**

(২) হরফে সাকিন অবস্থায় তার পূর্বের হরফে আসলি তথা মৌলিক যের হলে। যেমন- **فَذَرْكُرُ- فَاصِبُ**

(৩) ওয়াকফ করার সময় , হরফের ডানে **ي** সাকিন হলে ও **ي** সাকিনের পূর্বে হরফে যবর হলে। যেমন **خِيْرِ-صِبِّيْ**

(৪) ওয়াকফ করার সময় , হরফের ডানে **ي** ছাড়া অন্য হরফে সাকিন হলে ও সাকিন বিশিষ্ট হরফের ডানে যের হলে। যেমন- **لِبِرِيْ حِجْرِ-وَلَا بِكُرُ**

৮ম পাঠ

الله (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) পড়ার বিবরণ

الله (আল্লাহ) শব্দের ل (লাম) দু'নিয়মে পড়তে হয়। যথা: পোর ও বারিক।

ক. পোর পড়ার নিয়ম:

الله শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি ঘবর বা পেশ থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে পোর তথা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন- **لَصَرَّكُمْ اللَّهُ**

খ) বারিক পড়ার নিয়ম:

الله শব্দের লামের পূর্বের অক্ষরে যদি ঘের থাকে, তাহলে আল্লাহ শব্দের লামকে বারিক তথা পাতলা করে পড়তে হয়। যেমন- **أَعُوذُ بِاللَّهِ**

৯ম পাঠ

ওয়াকফের বিবরণ

(ওয়াকফ) শব্দের শাব্দিক অর্থ- থেমে যাওয়া। কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো শব্দের শেষে বিরাম নেওয়াকে ওয়াকফ বলা হয়। তাজিভিদের পরিভাষায়- কোনো আয়াত বা শব্দ শেষ করে বিরামার্থে আওয়াজ ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুনরায় শুরু করার জন্য থেমে যাওয়াকে ওয়াকফ বলা হয়। পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফ চার প্রকার। যথা:

১. ওয়াকফ বিল ইসকান (وَقْفٌ بِالْإِسْكَانِ)
২. ওয়াকফ বিল ইশমাম (وَقْفٌ بِالْإِشْمَامِ)
৩. ওয়াকফ বির রাওম (وَقْفٌ بِالرَّأْوِمِ)
৪. ওয়াকফ বিল ইবদাল (وَقْفٌ بِالْإِبْدَالِ)

নিম্নে ওয়াকফের প্রকার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. **ওয়াকফ বিল ইসকান (وَقْفٌ بِالْإِسْكَانِ)** : পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফকে পূর্ণ সাকিন করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বিল ইসকান বলা হয়। এটা সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ ওয়াকফ। যেমন: **هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ يَعْلَمُونَ**

- ২. ওয়াকফ বিল ইশমাম (وَقْفٌ بِالْإِشْمَام) :** কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে পেশ থাকলে ওয়াকফকালে ঐ হরফ সাকিন করার পর উভয় ঠোঁট দ্বারা দ্রুত পেশের দিকে ইশারা করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বিল ইশমাম বলা হয়। যেমন: **نَسْتَعِينُهُ - قَدِيرٌ**
- ৩. ওয়াকফ বির রাওম (وَقْفٌ بِالرَّأْوِم)** : কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোনো আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে এক যের বা এক পেশ অথবা দুই যের বা দুই পেশ- এর যেকোনোটি থাকলে ওয়াকফকালে তা অতি মন্দু আওয়াজে আদায় করে ওয়াকফ করাকে ওয়াকফ বির রাওম বলা হয়। যেমন: **هُوَ اللَّهُ - عَلَيْهِ**
- ৪. ওয়াকফ বিল ইবদাল (وَقْفٌ بِالْبَدَال)** : কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোন আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে দুই যবর হলে ওয়াকফ অবস্থায় ঐ দুই যবরকে এক যবর পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে ওয়াকফ করতে হয়। উক্ত দুই যবরের পরে আলিফ থাক বা না থাক, উভয় অবস্থায়ই ওয়াকফকালে এক হরকত পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। এরূপ ওয়াকফকে ওয়াকফ বিল ইবদাল বলা হয়। যথা: **إِيمَانًا - حُكْمًا - وَسَاءً - حُكْمًا - إِيمَانًا** ইত্যাদি।

কুরআন মাজিদে বিদ্যমান ওয়াকফের চিহ্নসমূহের বর্ণনা:

ক্রমিক নং	চিহ্ন	মর্ম	নির্দেশিকা
০১	ঔ	বিরাম	আয়াত সমাপ্তির বিরামচিহ্ন
০২	ম	লায়িম	বিরতি অবশ্য কর্তব্য
০৩	ط	মুতলাক	বিরতি খুব ভালো। মিলান ঠিক নয়
০৪	ঝ	জায়িয	বিরতি ভালো। মিলান যায়
০৫	ঢ	মুযাওয়ায	বিরতির চেয়ে মিলান ভাল
০৬	চ	মুরাখখাছ	বিরতির চেয়ে মিলান ভাল
০৭	ঁ	কিলা আলাইহি ওয়াকফুন	ওয়াকফ করা না করা উভয়ই জায়েজ। তবে মিলানো ভালো
০৮	ল	লা ওয়াক্তুফ আলাইহি	বিরতি নয়, অবশ্যই মিলাবে
০৯	স্কটে/স	সাকতাহ	নিঃশ্বাস রেখে কিঞ্চিত বিরতি

১০	ق	ওয়াকফে আমর	বিরতি, মিলানো ঠিক না
১১	قل	ওয়াকফে আওলা	মিলানোর চেয়ে বিরতি ভালো
১২	∴	মুয়ানাকা	দুই পার্শ্বের চিহ্নের যে কোনো একটিতে থামলে, অপরটিতে থামা যাবে না।
১৩	و, قفة	ওয়াকফাহ	সাকতার ন্যায় কিঞ্চিত বিরতি
১৪	صل	কাদ ইউসালু	ওয়াকফ করা ভালো
১৫	صل	আল ওয়াসলু আওলা	মিলানো ভালো

১০ম পাঠ

ଆରବି ହରଫସମୂହ ବିଭିନ୍ନ ଗୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଁ । ଏ ସବକେ ସିଫାତ ବଲା ହେଁ । ବିଭିନ୍ନ ହରଫେର ଜନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଫାତ ରଖେଛେ । ସିଫାତସମୂହେର ଅନ୍ୟତମ ଏକଟି ସିଫାତ ହଲୋ କଳକଳା ।

কলকলা (قُلْقَلَة) শব্দের অর্থ হলো- কম্পন। পরিভাষায়- কলকলার জন্য নির্দিষ্ট পাঁচটি হরফ
তথা **د** **ج** **ب** **ط** **ت** এর মধ্য থেকে কোনো একটি হরফের উপরে সাকিন থাকলে উচ্চারণের
সময় শক্তিপূর্ণ কম্পন সৃষ্টি করে পাঠ করাকে কলকলা বলা হয়। এ সিফাত আদায় করার সময়
মাখরাজে শক্তিপূর্ণ কম্পন সৃষ্টি হয় এবং তা মুখভর্তি অবস্থায় কিঞ্চিত সময় নিয়ে শেষ হয়।
এটি ওয়াকফ অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং ওয়াসল অবস্থায় হ্রাস পায়। যেমন: **أَبْدَأْتُ** **أَقْبَلْتُ**

ଅନୁଶୀଳନୀ

১। এককথায় উন্নতির দাও :

- ক. জগীল শব্দের শান্তিক অর্থ কী ?
 - খ. ইলমে তাজভিদ শিক্ষা করার লক্ষ্য কী ?
 - গ. কুরআন মাজিদ কাদেরকে অভিশাপ দেয় ?
 - ঘ. মাখরাজ কোন ভাষার শব্দ এবং এর অর্থ কী ?
 - ঙ. মাখরাজ মোট কয়টি ?
 - চ. হালকের শেষ হতে কী কী অক্ষর উচ্চারিত হয় ?

- ছ. ^১ কোথা থেকে উচ্চারিত হয় ?
- জ. মাদ্দ অর্থ কী ?
- ঝ. মাদ্দের হরফ কয়টি ও কী কী ?
- ঞ. মাদ্দে আসলির অপর নাম কী ?
- ট. মাদ্দে আরেয়ি কয় আলিফ টানতে হয় ?
- ঠ. মাদ্দে মুনফাসিল কয় আলিফ টানতে হয় ?
- ড. মাদ্দে মুনফাসিল কয় আলিফ টানতে হয় ?
- ঢ. তানভিনের সংজ্ঞা কী ?
- ড. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা কয়টি ও কী কী ?
- ণ. ইজহার অর্থ কী ?
- ত. ইকলাবের হরফটি কী ?
- থ. ইদগাম কত প্রকার ?
- দ. ইখফার হরফ কয়টি ?
- ধ. মিম সাকিনের কায়দা কয়টি ও কী কী?
- ন. কোন কোন হরফে তাশদিদ হলে ওয়াজিব গুলাহ হয় ?
- প. ^২ (রা) কে কত অবস্থায় পৌর পড়তে হয় ?
- ফ. ^৩ (রা) কে কত অবস্থায় বারিক পড়তে হয় ?
- ব. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন মোটা করে পড়তে হয় ?
- ভ. আল্লাহ শব্দের লামকে কখন বারিক করে পড়তে হয় ?
- ম. ওয়াকফ অর্থ কী ?
- য. পদ্ধতিগত ওয়াকফ কত প্রকার ?
- র. মিম (^৪) চিহ্নের মর্ম কী ?
- ল. কলকলার হরফ কয়টি ?
- ২। সঠিক উত্তরটি লেখ :**
- ক. তাজভিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া কী ? ফরজ / ওয়াজিব/ সুন্নাত
- খ. আরবি হরফে মাখরাজ মোট কয়টি ? ১৯টি / ১৭টি / ১৬টি
- গ. দু' ঠোটের মাঝখান হতে উচ্চারিত হয় কোন হরফটি ? জ/ঝ/ঢ
- ঘ. মাদ্দে মুনফাসিল টানতে হয় কত আলিফ ? এক/ দুই/ চার
- ঙ. নুন সাকিন ও তানভিনের কায়দা মোট কয়টি ? তিন/ চার / পাঁচ

চ. ইদগাম কত প্রকার ? ২/ ৩/ ৪

ছ. ইখফার হরফ কোনটি ? ي/ب/ث

জ. নুনের উপর তাশদিদ হলে কী করতে হয় ? গুন্বাহ/ পোর/ বারিক

ঝ. এর উপর পেশ হলে তা কিভাবে উচ্চারিত হয়? মোটা/পাতলা/মাঝামাঝি

ঝঃ. এঁ। শব্দের পূর্বে যের থাকলে তার পুরু কিভাবে উচ্চারিত হয়?

মোটা/পাতলা/মাঝামাঝি

ট. পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফ কত প্রকার ? ৩/৪/৫

ঠ. ওয়াকফে জায়েজ এর চিহ্ন কোনটি ? ৪/জ/ম

ড. কলকলার হরফ কয়টি ? ৫/৬/৭

ঢ. কলকলা অর্থ কী ? কম্পন/ উচ্চারণের স্থান/ গুণাগুণ

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. তাজভিদ মানে

খ. অশুন্দ পাঠকারীকে কুরআন দেয় ।

গ. অর্থ বের হওয়ার স্থান ।

ঘ. মুখের খালি স্থান থেকে উচ্চারিত হয় হরফ ।

ঙ. মাদ্দে আসলির অপর নাম মাদ্দে ।

চ. দুই ঘরব, দুই যের ও দুই পেশকে বলে ।

ছ. يُنْفِقُونَ শব্দটি এর উদাহরণ ।

জ. মিম সাকিনের পরে মিম আসলে করতে হয় ।

ঝ. রা অক্ষরে যবর থাকলে করে পড়তে হয় ।

ঝঃ. রা অক্ষরে যের থাকলে করে পড়তে হয় ।

ট. এঁ। শব্দের পূর্বে যের থাকলে করে পড়তে হয় ।

ঠ. এঁ। শব্দের পূর্বে পেশ থাকলে করে পড়তে হয় ।

ড. বিরামার্থে শ্বাস বন্ধ করে থেমে যাওয়াকে বলে ।

ঢ. শেষ হরফে সাকিন করার মাধ্যমে ওয়াকফ করাকে বলে ।

৪। নিচের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর :

لَا أَعْبُدُ. أُولَئِكَ - رَبُّ الْحَالَمِينَ. مَنْ يَفْعُلُ. أَنْعَتَ . عَذَابُ الْيَمِّ. يُنْفِقُونَ.
 سَمِيعٌ بَصِيرٌ. أَمْ مَنْ خَلَقَ . تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ. إِنَّ مِرْصَادً. فِرْعَوْنُ.
 رَسُولُ اللَّهِ. بِسْمِ اللَّهِ. أَلْرَحْمَنُ. حَمْرَى. يَرْجِعُونَ.

৫। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশের মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
মাদ্দে মুত্তাসিল	দুই প্রকার
মাখরাজ অর্থ	চার প্রকার
ইদগাম	চার আলিফ টানতে হয়।
কলকলার হরফ	উচ্চারণের ছান
মাদ্দ অর্থ	দীর্ঘ করা
পদ্ধতিগত ওয়াকফ	ওয়াকফে লায়েম এর চিহ্ন
‘	৫টি

৬। রচনামূলক প্রশ্নাবলি :

- ক. ইলমে তাজভিদ কাকে বলে ? তার গুরুত্ব আলোচনা কর।
- খ. মাখরাজ কাকে বলে ? ১নম্বর থেকে ৫ নম্বর মাখরাজ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- গ. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দে আসলি সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা কর।
- ঘ. মাদ্দে মুত্তাসিল, মুনফাসিল ও মাদ্দে আরেজি সম্পর্কে উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।
- ঙ. নুন সাকিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
- চ. মিম সাকিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
- ছ. রা হরফকে পোর পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- জ. রা হরফকে বারিক পড়ার স্থানগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ঝ. আল্লাহ (للّٰه) শব্দের লামকে পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ঞ. ওয়াকফ কাকে বলে? পদ্ধতিগতভাবে ওয়াকফের প্রকারগুলো বর্ণনা কর।
- ট. ১০টি ওয়াকফের চিহ্ন মর্মার্থসহ লেখ।
- ঠ. কলকলা সম্পর্কে উদাহরণসহ লেখ।

নমুনা প্রশ্ন

ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি সমাপনী পরীক্ষা
বিষয়: কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

পূর্ণমান: ১০০

সময়: ২ ঘণ্টা

$10 \times 1 = 10$

১। এক কথায় / একবাকে উত্তর দাও:

ক. সর্বোত্তম নফল এবাদাত কোনটি?

খ. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যা কতটি?

গ. সুরা ফাতিহার প্রধান উপাধি কী?

ঘ. কুরআন মাজিদের অর্থ জানার ভকুম কী?

ঙ. কোন কোন সুরাকে তিওয়াল বলে?

চ. সুরা ফাতিহা কোথায় নাজিল হয়েছে?

ছ. মাখরাজ অর্থ কী?

জ. তানভিন কাকে বলে?

বা. ওয়াকৃফ অর্থ কী?

এও. ইখফার হরফ কয়টি?

ট. (ম) চিহ্নের মর্ম কী?

ঠ. মক্কি সুরা কাকে বলে?

২। প্রদত্ত আয়াতে হরকত প্রদান কর (যে কোনো ১টি):

$1 \times 10 = 10$

الف) والضجى-والليل إِذَا سَجَى - مَا وَدَعْكَ رِبُّكَ وَمَا قَلَى - وَلِلآخرة خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأَوَّلِ - وَلِسُوفَ يَعْطِيكَ رِبُّكَ فَتَرْضِي

ب) اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - أَقْرَا وَرِبِّكَ الْأَكْرَمَ - الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ - عِلْمَ الْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

৩। হরকতসহ মুখ্য লেখ (যে কোনো ১টি):

$1 \times 10 = 10$

ক) সুরা তিনের প্রথম পাঁচ আয়াত

খ) সুরা ইনশিরাহের শেষ পাঁচ আয়াত

৪। হরকত ছাড়া মুখ্য লেখ (যে কোনো ১টি):

$1 \times 10 = 10$

ক) সুরা কদর

খ) সুরা বাইয়িনাতের প্রথম চার আয়াত

৫। নিম্নোক্ত সুরার অর্থ লেখ (যে কোনো ১টি):

$1 \times 10 = 10$

ক) সুরা ফাতিহা

খ) সুরা ইখলাস

৬। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

$2 \times 10 = 20$

ক. ইলমে তাজভিদ কাকে বলে? উহার গুরুত্ব আলোচনা কর।

খ. মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দে আছলি সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

গ. নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

ঘ. আল্লাহ (عَزَّ) শব্দের লামকে পোর ও বারিক পড়ার নিয়মগুলো উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭। নিচের শব্দসমূহের দাগ দেয়া অংশের তাজভিদের কায়দা বর্ণনা কর (যে কোনো ৫টি): $5 \times 2 = 10$

أَوْلَئِكَ - رَبُّ الْعَالَمِينَ - مَنْ يَفْعُلُ . الْعَمَّتِ . عَلَابِ الْيَمِ - يَنْفَقُونَ - سَبِيعٌ بَصِيرٌ -

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোন ৫টি):

$5 \times 2 = 10$

ক. কুরআন মাজিদের আয়াত সংখ্যাটি।

খ. কুরআন মাজিদের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত।

গ. কুরআন মাজিদের অন্তর বর্ণ হয় সুরা.....কে।

ঘ. তাজভিদ মানে।

ঙ. অর্থ বের হওয়ার স্থান।

চ. মাদ্দে আছলির অপর নাম মাদ্দে।

ছ. শব্দটি এর উদাহরণ।

৯। বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দসমূহের মিল কর:

$5 \times 2 = 10$

বাম পাশ	ডান পাশ
মাদ্দে মুন্তাছিল	দুই প্রকার
মাখরাজ অর্থ	চার প্রকার
ইদগাম	চার আলিফ টানতে হয়।
কলকলার হরফ	দীর্ঘ করা
মাদ্দ অর্থ	উচ্চারণের স্থান

শিক্ষক নির্দেশিকা

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে মানব জীবনের সকল বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ মহাঘট্টে যেমনিভাবে মানবজীবনের আত্মিক বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তেমনিভাবে মানুষের পার্থিব কর্মকাণ্ডের স্পষ্ট বিধানাবলির বিবরণও দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদের এসব বিষয়াবলি জানার জন্য কুরআন মাজিদ অধ্যয়ন করা অত্যাবশ্যিক। এ উদ্দেশ্যেই মাদরাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআন মাজিদকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে কিন্তু মানবজীবন গতিশীল এবং তার কর্মকাণ্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়া, শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। সেজন্য বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন, নেতৃত্ব শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে কুরআন মাজিদ শিক্ষাকে বাস্তবমূখী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক মনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য সুনাগরিক করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই পাঠ্য পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা অনুযায়ী কুরআন মাজিদের উপর একটি ভূমিকা, মুখ্যকরণের জন্য কয়েকটি সুরা, নাজেরা পড়ার জন্য কুরআন মাজিদের প্রথম দুই পারা (সুরাতুল বাকারার ২৫২ আয়াত) দেয়া হয়েছে। অধ্যায়/পাঠ শেষে অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। পুস্তকটির শেষ ভাগে তাজভিদ অংশ সংযোজন করা হয়েছে।

পাঠদান প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ত করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিচে কিছু পরামর্শ প্রদান করা হলো:

- ১। কুরআন মাজিদ আল্লাহর কালাম বিধায় তা সর্বদা স্পর্শ ও তেলাওয়াত অঙ্গুর সাথে হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা জরুরি।
- ২। পুস্তকটির পাঠ আরম্ভ করার সময় ১/২টি ক্লাসে কুরআনের মাহাত্মা, মর্যাদা ও গুরুত্ব উপস্থাপন করা প্রয়োজন। যাতে শিক্ষার্থীদের মনে গ্রন্থাটি অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।
- ৩। পুস্তকটির প্রতি অধ্যায় বা পাঠে উল্লেখিত শিক্ষক নির্দেশিকা অনুসারে পাঠদান করা প্রয়োজন।
- ৪। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করা।
- ৫। আয়াতের সরল অনুবাদ শিখাতে হবে। এ ক্ষেত্রে শান্তিক অর্থ ও বিশ্লেষণ ভালোভাবে আয়ত্ত করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হবে।
- ৬। শিক্ষার্থীদেরকে সুরাগুলো শিক্ষাদানের সময় তাজভিদের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। তাজভিদের নিয়মগুলো বোর্ডে লিখে শেখাতে হবে।
- ৭। বিভিন্ন সাময়িক পরীক্ষা ছাড়াও পাঞ্চিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পাঠ মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ৮। প্রকৃতপক্ষে, একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের নিজস্ব উজ্জ্বলিত কৌশলের কোন বিকল্প নেই। কাজেই একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষকই তার শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারেন।

২০১৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ফে-কুরআন

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না
এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না
—আল কুরআন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য